জ্ঞানের ইসলামায়ন

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া মডেল

ড. আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসোলাইমান

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

জ্ঞানের ইসলামায়ন

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া মডেল

মূল
ড. আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসোলাইমান

অনুবাদ
এম রুহুল আমিন

সম্পাদনা
এম. জহুরুল ইসলাম

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

জ্ঞানের ইসলামায়ন : আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া মডেল

মূল : ড. আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসোলাইমান

অনুবাদ : এম রুহুল আমিন

সম্পাদনা : এম. জহুরুল ইসলাম

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ী # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯,
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা -১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৯৫০২২৭
E-mail : biit_org@yahoo.com, Website : www.iiitbd.org

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০৭, চৈত্র ১৪১৩, রবিউল আউয়াল ১৪২৮

দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১০, অগ্রহায়ণ ১৪১৬, জিলহজ্ব ১৪৩১

ISBN : 984-8203-48-2

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৩০.০০ টাকা US $ 2

The Islamization and Revitalization of Theory and Practice in Higher Education: The International Islamic University, Malaysia as a Model written by Dr. Abdulhamid Ahmad AbuSolaiman and translated into Bangla by M. Ruhul Amin, edited by M. Zohurul Islam and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT) House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh. Phone: 8950227, 8924256, Fax: 880-2-8950227, E-mail: biit_org@yahoo.com Website : www.iiitbd.org, Price : Tk. 30.00 US $ 2

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

শিক্ষার ইসলামায়ন ছাড়া উম্মাহর আধ্যাত্মিক মুক্তি ও বস্তুগত উন্নয়ন সম্ভব নয়। বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে, এটা কোন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়কে প্রাধান্য দেয় না। পশ্চিমা বিশ্ব শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে বাকী বিশ্ব থেকে অনেক বেশী প্রাগ্রসর। বিষয়টি অস্বীকার করার উপায় নেই। মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিমা বিশ্বের শিক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে শত বছরেও উম্মাহর বিশাল জনগোষ্ঠীর কোন উন্নতি হবে না। আর সেজন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্য বিশ্বের উপর আমাদের আপাততঃ নির্ভর করতে হবে। উম্মাহর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন প্রয়োজন, তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য এ শিক্ষার ইসলামায়ন ছাড়া গত্যন্তর নেই। উম্মাহর শিক্ষা ব্যবস্থায় এটি আজ অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু কিভাবে এটা সম্ভব?

মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রেক্ষাপটে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. আবদুলহামিদ আহমদ আবুসোলাইমান এর প্রতিষ্ঠাতা ভাইস-চ্যান্সেলর। মুসলিম উম্মাহর বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিতবর্গ এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ অবদান রাখেন। অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি) এবং ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (আইআইআইটি) বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা, এর কারিকুলাম প্রণয়ন এবং ইসলামীকরণে বিরাট ভূমিকা রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়টির কোর্স কারিকুলাম উন্নত বিশ্বের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলামের চেয়ে উন্নতমানের। এর কারিকুলাম যেমন উন্নত, তেমনি এর ইসলামায়নও করা হয়েছে যথাযথভাবে।

ড. আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসোলাইমানের 'Islamization of knowledge' শীর্ষক বইটি মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন এবং ইসলামি শিক্ষা ও গবেষণাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের জন্য একটি পথনির্দেশক ও প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে বলে আমরা আশা করি। বিআইআইটি কর্তৃক বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয় ২০০৭ সালে। ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফর রহমান
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিআইআইটি

www.pathagar.com

সূচিপত্র

আসল সমস্যাটা কী?	৫
শিক্ষা	৭
কোথা থেকে শুরু করতে হবে	৯
ইসলামী সংস্কৃতি সংস্কারের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার স্থান	১৩
মুসলিম দেশে উচ্চ শিক্ষার সমস্যা	১৪
জ্ঞানের ইসলামায়ন- উচ্চ শিক্ষা পুনঃশক্তিশালীকরণে একটি বাস্তব পরীক্ষা	১৭
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ায় জ্ঞানের ইসলামায়নের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা	১৯
দেহ ও আত্মা	২১
মানবিক বিজ্ঞান ও ইসলামী ঐশীজ্ঞান	২১
ভাষা ও আরবি ভাষা শিক্ষা	২৭
ভাষা সহজিকরণ ঃ ব্যাকরণ ও বানান পদ্ধতি	৩০
জ্ঞানের চর্চা ও গবেষণায় উৎসাহিতকরণ	৩৩
শিক্ষা সংক্রান্ত ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের সমন্বয়	৩৭
প্রত্যাশিত ফলাফল	৪০
IIUM-এর সম্পদ ও তহবিল	৪১
ভবিষ্যত	৪৩

www.pathagar.com

আসল সমস্যাটা কী?

ভুল রোগ নির্ণয় ও ত্রুটিপূর্ণ বিশ্লেষণের কারণে কোন সমস্যার সমাধানে গৃহীত নীতিমালা প্রায়শ্বই যথাযথ বা যথেষ্ট হয়না। শত শত বৎসর ধরে উম্মাহ যে অনুন্নয়ন সমস্যার মোকাবেলা করে আসছে তার অন্যতম কারণ সমস্যার ত্রুটিপূর্ণ বিশ্লেষণ। আবু হামিদ আল গাজালীর (মৃ. ১১১১) তাহাফাতুল ফালাসিফা'র সমস্যা সমাধানের আহ্বানের পূর্ব পর্যন্ত এ সমস্যার কোন সমাধান চিন্তা করা যায়নি। গাজালী তাঁর এহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন (ধর্মীয় জ্ঞানের পুনর্জাগরণ) গ্রন্থে সমস্যা থেকে উত্তরণের একটি পন্থার কথা বলেন। সমস্যা নির্ণয় ও এর সমাধানের ব্যর্থতার মূল কারণ হলো সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু নমুনা ও এর ধরনের উপর গুরুত্ব দেয়া। সভ্যতার বিকৃতির মূল ধারণা ও যথাযথ পদ্ধতির দুর্বলতার উপর গুরুত্ব না দিয়ে সমস্যার মূল কারণগুলোর অনুসন্ধানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উম্মাহর সমস্যা হলো অনুন্নয়ন, বিভেদ, যুলুম ও নির্যাতন। এছাড়াও উম্মাহ অবিচার, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও রোগ-শোক মোকাবেলা করে আসছে। সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহ ক্ষমতার লিপ্সা, একতা ও ন্যায় বিচারের অভাব অনুভব করছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কোন আশাই উম্মাহর পূরণ হয়নি। এসব আজও স্বপ্ন বা মরীচিকা হয়েই আছে। উম্মাহ ও উম্মাহর জনগণের জন্য সত্যিকারের মানবিক জীবন-যাপন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা আজও অপূর্ণই রয়ে গেছে।

সকল সংস্কারকই মনে করেন যে, এ সব ক্ষেত্রে সংস্কার আনতে হবে। তারা মনে করেন শিক্ষার মত বিষয়ে সংস্কার আনতে না পারলে মুসলিম জাগরণের মিশন সফল হবে না। গভীর ও ব্যাপক ভিত্তিক সমস্যাগুলোর সমাধানে উল্লেখিত বিষয়গুলোর সংস্কার সাধন জরুরী। মুসলিমরা এসব সমস্যা সনাক্তকরণে সাহসী, বাঞ্ছনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে এবং যথাযথ জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধিতে নিজেদেরকে সমৃদ্ধশালী করতে না পারলে সমস্যা চিহ্নিতকরণে মুসলিম উম্মাহর সমস্যা থেকেই যাবে। এসব সমস্যা সমাধানে যথার্থ পন্থা অবলম্বনে উম্মাহ ব্যর্থতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে। এর ফলে উম্মাহ তার প্রাপ্য সাংস্কৃতিক চাহিদা ও জরুরীভাবে আবশ্যকীয় বাস্তব ভিত্তিক সংস্কার কর্মগুলো করতে পারবে না।

www.pathagar.com

উম্মাহর ইতিহাসে সর্ব বিষয়ের পশ্চাদমুখীতা একটি মারাত্মক রোগের বহিঃপ্রকাশ। সর্ব বিষয়ে উম্মাহ পিছিয়ে আছে। এ রোগ মানসিক প্রণোদনার রোগ। এর উৎপত্তি হয়েছে অস্বচ্ছ দূরদৃষ্টি ও ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ হতে। অন্যভাবে বলতে গেলে পুরো বিষয়টিই হয়েছে উম্মাহর ভুল বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক বিকাশের কারণে। সমস্যার প্রকৃত সমাধান নির্ণয়ের মধ্যেই এর সমাধান সম্ভব। এটি তখনই সম্ভব যখন সমাধান প্রচেষ্টা মুসলিম সংস্কার প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্যণীয় বিষয় হয়ে উঠে। আর তখনই মুসলিম উম্মাহ দূরদৃষ্টি, ন্যূনতম প্রণোদনা ও সংকীর্ণ কর্মকারণ থেকে মুক্তি পেতে পারে। এ ব্যর্থতাগুলোর মধ্যেই উম্মাহর সর্বক্ষেত্রের ব্যর্থতা, পশ্চাদমুখীতা নিহিত। যার ফলে মুসলিম উম্মাহ অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে।

মুসলিম উম্মাহর এ বিষয়গুলো অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সারা বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ মুসলিম উম্মাহ। শত কোটির বেশী মানুষ। এ জনসংখ্যা আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এতো বিশাল জনসংখ্যা কিভাবে পিছিয়ে থাকতে পারে? সকল মুসলিম দেশের মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ একত্রে প্রায় ১,১০০ বিলিয়ন ডলারের সমান। এ গড় আয় এক ফ্রান্সেরই আয়ের চেয়ে কম। আবার জার্মানীর আয়ের অর্ধেকের সমান। এটি আবার জাপানের আয়ের (GNP) এক চতুর্থাংশ, যে জাপানের জনসংখ্যা মাত্র ১২০ মিলিয়ন, যারা ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন বহু দ্বীপের বাসিন্দা, যাদের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণও মুসলিম বিশ্বের তুলনায় বেশী নয়, যে জাপানের তিন চতুর্থাংশেই পাহাড়-পর্বত। আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প, এগুলো জাপানের ভূমি ও জনসাধারণের নিত্য সঙ্গী।

দৈন্যদশার কারণেই মুসলিম বিশ্বের এ অবস্থা হয়েছে। বর্তমানে উম্মাহর জনগণের একমাত্র আকাঙ্খা হলো সবচেয়ে কম কাজ করে কোনমতে বেঁচে থাকা। এ জাতির যেন কোন ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষা নেই। পুরনো পন্থায় মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে পারলেই সন্তুষ্ট বা বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে অথবা কোন প্রকারে ভোগ্য পণ্য উৎপাদনকারী এসেম্বলিং যন্ত্রপাতি উৎপাদন করতে পারাতেই খুশী। সামান্য কিছু ডলারের জন্য টনে টনে যে ধাতব সামগ্রী ও কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানী করা হচ্ছে, তা আবার উম্মাহর জনগণের কাছে ইলেক্ট্রনিক্স ও কারিগরী সামগ্রীর আকারে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের

www.pathagar.com

বিনিময়ে ফিরে আসছে। এখানে পার্থক্যটা কী? পার্থক্য তাদের জনগণের কাজ, দক্ষতা ও চিন্তার গুণাগুণ।

আজকের মুসলিমরা হলো পূর্বের দিনের মুসলিমদেরই বংশধর এবং ইসলামী সভ্যতারই উত্তরসূরী। মুসলিমদের প্রাকৃতিক সম্পদের কোন কমতি নেই। তাদের আছে বিশাল ও উর্বর জমি। মহান মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য, মূলনীতির দিক থেকে মুসলিম বিশ্বের কোন ঘাটতি নেই। উত্তম গুণাবলীর বেশীর ভাগই মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান। মুসলিমগণ তাদের ব্যাপারে গভীর মনোনিবেশ না করে, ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত না হয়ে, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক বিকৃতির বিষয়টি বাছাই না করে, তারা তাদের পশ্চাদমুখীতা ও দুর্বলতার বিষয়গুলো বুঝতে পারবে না। তাদের মনে পশ্চাদমুখীতা সম্পর্কে কোন ধারণা জন্ম না নিলে, তাদের মনন ও চিন্তার পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন না হলে বিদ্যমান অবস্থা থেকে তারা নিষ্কৃতি পাবেনা। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা ও সংকট এবং দায়িত্ব অবহেলায় মুসলিমদেরকে সবচেয়ে কঠিন সমস্যার মধ্যে ফেলছে। এটি এমন এক কষ্ট যা আক্রান্তদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই ক্লিষ্ট করবে। উম্মাহর এ অবস্থা উম্মাহর জনশৃংখলা বিধান, উৎপাদন, শিল্প-প্রযুক্তি, অধিকার সুরক্ষা এবং স্বদেশভূমির নিরাপত্তাকে ব্যাহত করে। এর প্রতিবিধান নিহিত আছে এর পরিবর্তনের মধ্যে। তার অর্থ হলো মন ও অন্তরাত্মার গতিময় পরিবর্তন ও সংস্কারের মধ্যে এর প্রতিবিধান নিহিত রয়েছে। "আল্লাহ কারো ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত সে তার নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তন না করে।" (১৩:১১)

শিক্ষা

সংস্কারকরা টার্গেট হন যখন তারা সংস্কারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে শিক্ষার উন্নয়নে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপকরণ। তবে দুর্ভাগ্য যে, অন্যান্য জিনিসের ন্যায় এ বিষয়ে তাদের জ্ঞানের পরিধি সীমিত, তাদের সংস্কার বিষয়ও ভাসাভাসা ধরনের। এটি শুধু চেহারার উপরে প্রভাব ফেলতে পারে। এটির প্রতিলিপিকরণ আর সব যোগ্য লোকের অনুকরণের উপর নির্ভর করে। উম্মাহ এভাবে তাদেরকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে, আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। তারা যে পথ অনুসরণ করে, তা

www.pathagar.com

নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে তারা জানে না কোন দিকে তাদেরকে যেতে হবে।

এটি নিঃসন্দেহ যে, সঠিক শিক্ষা ও শিক্ষাগ্রহণ হলো সঠিক ভিত্তি। এর উপরই মানুষের গতিশীল শক্তির দুটো ভিত গড়ে উঠে। এগুলো ছাড়া শক্তি ও উৎপাদন যেমন সম্ভব নয় তেমনি কোন সাফল্যও সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্য যে, শিক্ষা ও শিক্ষণে যে সংস্কার দেখা যায় তা নিতান্তই ইমারত আর পদ্ধতির অনুকরণ, পরিমাণ আর শিক্ষা সহায়কের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধকরণ, বিদেশী স্কুল ও ইউনিভার্সিটির শাখা প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। মুসলিম দেশের শিক্ষার ও শিক্ষণের অবস্থা এটিই প্রকাশ করে যে, এখানে পৌর ও প্রযুক্তির বিষয়টির উপরই বেশী গুরুত্ব দেয়া হয় এবং উন্নত বিশ্বের সর্বশেষ পরিবর্তন অনুসরণের বিষয় অনেক বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। এ সব সংস্কারকাজের মূল লক্ষ্যটাই হলো দেশের জন্য নতুন নতুন মেশিনপত্র ও পদ্ধতির আমদানী। এ প্রচেষ্টাগুলো বিভ্রান্তি ও অতি প্রচারণা ও বাড়াবাড়ি সৃষ্টি করে, নকলবাজি ও অন্ধ অনুকরণের মধ্যেই এটি পরিণতি লাভ করে। আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, এ ধরনের পদ্ধতির মধ্যে ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থ নকলবাজির অবকাশ রয়েছে। এই নকলবাজি পুনঃ পুনঃ করা ও অন্তস্থকরণের কারণে স্থায়িত্ব লাভ করে।

শুনতে কি খারাপ লাগছে না যে, শতাব্দী ব্যাপী এ সকল সংস্কার উম্মাহর জন্য একটিমাত্র লক্ষ্য হলেও অর্জন করতে পেরেছে বা একটি মাত্র লক্ষ্যও অর্জন করতে পারেনি? অন্তরাত্মার বিলুপ্তি ঘটে যথাযথ আদর্শ, প্রতিশ্রুতি ও প্রাপ্তির মধ্যেকার প্রচণ্ড রকমের দূরত্বের কারণে।

শিক্ষা ও শিক্ষণের সংস্কার সাধনের মধ্যেই সংস্কারের মূল বিষয়টি নিহিত আছে ধরে নেয়া হলেও যন্ত্রপাতি, পরিমাণগত দিক, আমদানী, পরিকল্পনা, নীল নকশা ও কৌশল জাতীয় বিষয়গুলোর উপর এটি গণ্ডিবদ্ধ নয়। মানবজাতির গঠনে গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে হবে। এর জন্য সংস্কৃতি, তথ্যভিত্তিক দূরদর্শিতা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এরূপ গভীর প্রচেষ্টার জন্য দরকার বিশেষ ধরনের যোগ্যতা যার মাধ্যমে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্ভব হয়, প্রয়োজনীয় পন্থা পাওয়া যায়। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, সমস্যার সমাধান, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কারিগরী ক্ষেত্রে সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও খবরা খবরের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত হয়।

www.pathagar.com

কোথা থেকে শুরু করতে হবে

এ প্রেক্ষিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে ঃ কোথা থেকে শুরু করতে হবে? উত্তর হবে, নিজ থেকে সংস্কার শুরু করতে হবে। মুসলিমদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে ইসলামের সংস্কারের কাজে হাত দিতে হবে। মুসলিমদের মধ্যেকার আদর্শগত বিকৃতি, সাংস্কৃতিক প্রণোদনা, বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতি, সামাজিক সংস্কৃতি ও শিক্ষাসংক্রান্ত অনুশীলনে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর সংশোধন করতে হবে। মুসলিমদের এসব বিকৃতির কারণ হলো, উম্মাহর অগ্রগতি ও অন্যদের রেখে যাওয়া লোক-ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিজের সংস্কৃতির মধ্যে মিশে যাওয়ার ন্যায় প্রচণ্ড একটি ঘটনা। এগুলো হলো প্রথম দিনগুলোতে শুরু হওয়া ইসলামের চালিকা শক্তি আর দাওয়াহ কার্যক্রমের সে ইসলামী সাংস্কৃতিক চাকার দিকে নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করে দেয়ার মত। এ নুড়িগুলো কেবল ইসলামের অগ্রগতিকেই থামিয়েই দিচ্ছেনা বরং এসব বিকৃতি ও বাধা বিপত্তি ইসলামের গতিকে সংকুচিতও করে দিচ্ছে। উম্মাহর মধ্যে শতশত বৎসরে সব মিলিয়ে যে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে সেগুলোর কোন অর্থ নেই, এগুলো নির্জীব স্পন্দনহীন মরা লাশ ছাড়া কিছুই নয়। বিভিন্ন জাতির উত্থান দৌড়ের প্রতিযোগিতায় এগুলো অতি সামান্যই বটে। উম্মাহ আজ তার শত্রুদের শিকারের বস্তু, যন্ত্রণায় ছটফট করছে, দুর্ভাগ্যের জন্য চোখের অশ্রু বর্ষণ করছে।

কী করে এটি হলো? এর শুরু কীভাবে হলো? এর শুরু উমাইয়্যা শাসনের সময়ে সংঘাতের শতাব্দীতে। রাসূল (সা) এর যুগ ও গোঁড়া খিলাফতের শেষ দিকে এযুগের সূচনা। এসময়ে ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শিথিল হয়ে পড়ে। স্বজনপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব চলতে থাকে, বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে প্রাক ইসলামী সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখা গজাতে থাকে। দ্রুত গতিতে এগুলোর বিস্তার ঘটতে থাকে, আর এগুলো মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। ফল হলো এই, যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি রাসূলের (সা) সময়ের মডেলকে ধরে রাখার চেষ্টা করছিলেন তারা আস্তে আস্তে সরকার, রাজনীতি ও জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তারা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক জীবনধারা গ্রহণে বাধ্য হন। তাদের কাজ হলোঃ ফতোয়া জারী করা, মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়-আশয় সমাধানে এগিয়ে আসা। শুক্রবারসহ মসজিদের ওয়ায নসিহতে মানুষকে হেদায়েত করা, কীভাবে উচ্চ নৈতিক মান বজায় রাখা যায় সে ব্যাপারে ওয়ায-নসিহত করাই তাদের মূল কাজ।

www.pathagar.com

সক্রিয় পণ্ডিত ব্যক্তিদের কোণঠাসা অবস্থা ও মূল কাজ থেকে বাইরে অবস্থান, ইসলামী আদর্শের ধারক-বাহক যারা ছিলেন, উম্মাহর চালিকাশক্তি তারা কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হন। সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত বিষয়ের ব্যাপক বিকৃতি সাধন, জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিনাশ, উম্মাহর শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস, শিক্ষা পদ্ধতির পতন উম্মাহর জীবনে মারাত্মক ফলাফল বয়ে আনে।

ব্যাপকভিত্তিক, সুশীল ও তত্ত্বভিত্তিক ইসলামী দর্শন হলো তাওহিদ, প্রতিনিধিত্ব, আল্লাহর উপর ঈমান ও আখিরাতের মর্মকথা। এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক মর্মকথা, যার অর্থই হলো দান করা ও এ বিশ্বে সংস্কার কর্ম সাধন করা। ("পৃথিবীতে তুমি এমনভাবে তোমার কার্য সম্পাদন কর যাতে মনে কর যে, তুমি চিরদিন বেঁচে থাকবে। আর আখিরাতের জন্য তোমার জীবদ্দশায় কাজ করে যাও যাতে মনে করবে যে, তুমি আগামী কালই মৃত্যুবরণ করবে")। মুসলিমের এরূপ বিশ্বাস তার জীবন, জীবনের সকল দিককে আল্লাহর ইবাদাত ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করে। ইসলামের এ দর্শন উম্মাহর বিবেকের কথাই বলে, দুনিয়া ও আখিরাতের ন্যায়পরায়ণ কাজে মুসলিমকে উদ্বুদ্ধ করে। মুসলিমের এ অনুভূতি তার জীবনকালকে আল্লাহর স্মরণ ও জিহাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। আল্লাহর স্মরণ উম্মাহকে সৎ কাজে অনুপ্রেরণা দেয়। আখিরাতের জন্য এ ধরনের কাজ জরুরী। আর এরূপ শিক্ষাই বাস্তবে সকল ধরনের জিহাদের কাজে আল্লাহর স্মরণ অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। এরূপ কাজই আত্মশুদ্ধির জন্য, জীবিকা ও জ্ঞান অর্জনে, আপোষ রফা চেষ্টায়, বঞ্চিতদের প্রয়োজন পূরণ, সাহায্য দান, ঈমান রক্ষাকারীদের নিরাপত্তা বিধান, আত্মরক্ষা, পরিবার ও দেশ রক্ষা, দুর্বল ও মজলুমের রক্ষার প্রচেষ্টায় জিহাদের কাজ করে থাকবে। এর দ্বারা এটিই বুঝায় যে, মুসলিমদের জীবন সার্বক্ষণিক জিহাদে লিপ্ত। সেটি ব্যক্তিগত, সরকারী, বা সামাজিক প্রয়োজন মিটানোসহ যে পর্যায়েরই হোকনা কেন। এভাবে মুসলিম উম্মাহ স্মরণের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা, কুরআন তেলাওয়াত, নামায, রোযা, দান-খয়রাত, হজ্ব, অন্যবিধ নফল ইবাদাত করে, এবং জাহিরী ও বাতিনীভাবে আল্লাহর হুকুম পালন করে জিহাদের কাজ করে থাকে।

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দেবেন, যেমন তিনি খেলাফত দান করেছিলেন" (২৪:৫৫)।

www.pathagar.com

"বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে" (৬:১৬২)।

"যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎ কর্মপরায়নদের সংগে থাকেন" (২৯:৬৯)।

"তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং সালাত কায়েম কর। সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকার্য হতে। আল্লাহর স্মরণই সর্ব শ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন" (২৯:৪৫)।

অবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গী ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কারণে উচ্চমার্গের মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবাদী নির্জন বাস বা সন্ন্যাস ধারণার জন্ম দিয়েছে। এ দর্শন চিন্তার কারণে রাষ্ট্র পরিচালনা, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, সামাজিক সংহতি, সরকারী দায়িত্ব পালন এবং সাধারণ হিসেবে সরকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে প্রান্তিকতার দর্শনে উম্মাহকে আবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। কুরাআনিক নির্দেশ অনুসারে আল্লাহর স্মরণ ও ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদনে এর প্রভাব পড়তে বাধ্য। তাদের এ দর্শন চিন্তার কারণে আল্লাহর ইবাদত ও অন্য কিছু হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। তবে কুরআনে মানুষের সব কাজকেই ইবাদত বলে অভিহিত করা হয়েছে।[২] আল্লাহর জেকের বা জ্ঞান অন্বেষণ ও জিহাদ যাহাই হোকনা কেন স্বাতন্ত্র্যবাদী পাণ্ডিত্যের দর্শন নেতিবাচক ভাবে জিহাদ ও দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডের প্রতি নির্বিকার মনোভাব প্রদর্শন করেছে এবং শুধুমাত্র বিধি-বিধানের মধ্যেই নিজেদেরকে আবদ্ধ করেছে। মানুষের মধ্যেকার লেন-দেন, জীবন যাপন প্রণালী ও জীবিকার্জনের নীতি-পদ্ধতির দিকেই কেবল এরূপ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এলিটদের (Elite) (অর্থাৎ পণ্ডিতদের) এরূপ বিচ্ছিন্নবোধের কারণে রূপকভিত্তিক দর্শনের বিকৃতি অন্য বিষয়ের তুলনায় সামাজিকভাবে বেশী দায়ী। এ নেতিবাচক দর্শনই জীবন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, জীবনের লক্ষ্য, জীবনের প্রতি উম্মাহর সামাজিক দৃষ্টিভংগী, এর সাংস্কৃতিক ও সংস্কারমূলক উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করেছে। এটি চাষাবাদ বা অন্য কোথাও শ্রমশক্তি নিয়োগে ইতিবাচক ও সাংস্কৃতিক দর্শনকে অনুপ্রেরণা দানকারী কিছু ছিল না। এরূপ দর্শনে ফসল চাষাবাদের লক্ষ্যে উম্মাহর মধ্যে দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষাও বর্তমান ছিল না। দর্শনের এমন বিকৃতির জন্য

www.pathagar.com

দায়ী হলো চেতনাবোধ, উম্মাহর জীবনে গুরুতর ও সৃজনশীল চেষ্টা সাধনার অভাববোধ। জনজীবনের বিভাজন ও দুর্নীতির জন্য মূলত দায়ী এ দর্শন অনুভূতি। নেতিবাচক মনোভাব, দুর্বল মনস্তাত্ত্বিক শক্তি, ত্রুটিপূর্ণ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও এর জন্য দায়ী।

জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ও ইসলামী মডেলের সাথে সম্পৃক্ত বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি পরবর্তীতে অবরুদ্ধ হয়ে একমুখী দর্শনের জন্ম দেয়। মানুষের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও সামাজিক পরিবর্তন বিষয়টি অনেকদূর পিছিয়ে যায়। যার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, পুঁথিপত্রের বিদ্যা আর ভাষা শাস্ত্র উপলব্ধির বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। শেষাবধি দেখা গেল নতুন করে সৃষ্টি ও বিশ্লেষণী বিবেচনায় সব সৃজনী ক্ষমতা বিকল হয়ে যায়। নকল প্রবণতা ও মুখস্থ করার বিষয়টিই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। উম্মাহর ইচ্ছাকে অতি বলিয়ান আর কারণ বিদ্ধ করার জন্য পবিত্র গ্রন্থের দোহাই দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থকে সীল মেরে দেয়া হলো। আসল ইচ্ছা যাই হোক, অন্ধ অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ ও বিকারগ্রস্থ জনগণ এবং স্বার্থান্বেষী মহলের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থকে সীল মেরে দেয়া হলো। এ অবস্থার সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, উম্মাহর শিক্ষা বিশেষ করে নবীনদের শিক্ষা-দীক্ষা প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পরে। এসব বিদ্যায়তনে সাধারণত কুরআনের কিছু অংশ ও মৌলিক হিসাব-নিকাশের বিষয় ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়ই শিক্ষা দেয়া হয়। এসব শিক্ষা-প্রশিক্ষণের পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ, পদ্ধতি ছিল স্বেচ্ছাচারমূলক ও শাস্তি প্রদানের ত্রুটিতে ত্রুটিযুক্ত। পিতা-মাতার অর্থে এসব শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। এ পয়সা থেকেই হতভাগ্য শিক্ষকদের বেতন দেয়া হতো। অন্য কোন ভাল চাকুরি না পাওয়া ব্যক্তিরাই এখানে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন। পদ্ধতি ও নিয়ম কানুনের কারণে এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এ ব্যবস্থাটি অনেক বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানী গুণীর কাছে উপহাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উঁচু পর্যায়ের লোকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা পদ্ধতির সাথে তুলনা করলে প্রচলিত এ শিক্ষা পদ্ধতি উপহাসেরই উদ্রেক করে। উচু পর্যায়ের লোকদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা পদ্ধতি হলো অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ভিত্তিক। এর মধ্যে ধর্ম ও সাহিত্য চর্চার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের এখানে কোনো রকম নির্যাতন করা হয় না। এ শিক্ষা ব্যবস্থায়

www.pathagar.com

শিক্ষকদেরকে উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি ও সরকারী কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। শিক্ষা ব্যবস্থার বাহিরের পদ্ধতিটিতে এরূপ কোন সুবিধাই নেই। এ ধরনের কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শুধু ঈমান, ধর্ম প্রচার, ফকীহ, মুফতী হওয়ার প্রশিক্ষণই দেয়া হয়।

ব্যাপকভাবে আদর্শিক দর্শনের বিকৃতি, একমুখী জ্ঞান, ধারণাগত পদ্ধতির অসারতা, ধর্মীয় আলাপ-আলোচনার বাধা বিপত্তি, রাজনীতিক সুধীদের জুলুমবাজীর ফলে ইসলামের সাংস্কৃতিক চেতনার অগ্রগতি নিম্নমুখী হয়েছে এবং উম্মাহ ও উম্মাহর বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতিও থেমে গেছে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। নেতিবাচক দৃষ্টিভংগী ও দাসত্ববোধের কারণে মানুষের মানসিকতার ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং মানুষের কর্মদক্ষতা হ্রাস পেয়েছে। উম্মাহর শক্তির ক্ষয় সাধিত হয়েছে, দক্ষ কর্মক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক শক্তির হ্রাস ঘটেছে। যারা সমব্যথী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারা উম্মাহর কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে, ঐকান্তিক ও শ্রমসাধ্য কাজের বোঝা গ্রহণ করেছে। অপর পক্ষে যারা ভিতু ও অনিচ্ছুক তারা নেতিবাচক দৃষ্টিভংগী নিয়ে থাকে ও অল্পস্বল্প কোন কিছু করতে পারলেই সন্তুষ্ট থাকে।

কৃত কাজের স্বল্পতা, নগণ্য প্রণোদনা এখনও সকল সংস্কার প্রচেষ্টার বেলায় অনতিক্রম্য বাধা। উম্মাহকে সর্বপ্রথমে এ সকল কারণ ও বাধা বিপত্তি থেকে মুক্ত করতে হবে যাতে ইসলামী সংস্কার সফল হয়, ইপ্সিতফল অর্জন করা যায় এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিশ্ব সভ্যতায় অংশগ্রহণ করা যায়।

ইসলামী সংস্কৃতি সংস্কারের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার স্থান

প্রশ্ন হলো ইসলামী সংস্কৃতি-সংস্কারের প্রকল্পে এ মুহূর্তে উচ্চ শিক্ষার স্থান কোথায়? আমরা কীভাবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সমাধানে তাকে শক্তিশালী করতে পারি? শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে শিক্ষার নতুন নতুন শাখা চালু, উম্মাহর বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রয়োজন পূরণে কর্মচারী প্রশিক্ষণের ন্যায় দায়িত্ব সম্পাদনে কীভাবে উম্মাহকে আরো শক্তিশালী করা যাবে?

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো যেহেতু উচ্চতর শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও উদ্দেশ্য সেজন্য এগুলোর বাস্তবায়নে কারিগরী দ্রব্য-সামগ্রী, প্রশাসনিক পদ্ধতি, বিদ্যালয়ের শিক্ষা কাঠামো জোরদার করতে হবে। এগুলো নির্ভর করে জ্ঞানগত

www.pathagar.com

বিষয় শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির অনুকরণ ও আমদানির উপর। প্রতিটি সাংস্কৃতিক সত্ত্বারই রয়েছে তার নিজস্ব প্রারম্ভিক বিন্দু, লক্ষ্য, মূল্যবোধ ও সুপ্ত গুণাবলী প্রকাশের চাবিকাঠি। যে প্রচেষ্টা এসব বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোকে উপেক্ষা করে ও উম্মাহর সাংস্কৃতিক সত্তার সুপ্ত শক্তিকে ব্যবহার করতে পারে না সে প্রচেষ্টা উম্মাহর চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে পারবে না ও উম্মাহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দানে ও কর্মযজ্ঞ সাধনে পরিচালিত করতে পারবে না। উচ্চ শিক্ষা শক্তিশালী করতে না পারলে, শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে সংস্কার আনতে না পারলে, জাতিসমূহের মধ্যে উম্মাহ যথাযথ স্থান অধিকার করতে পারবে না। উম্মাহর সামনের বাধা যা এতদিন আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তাকে দূর করতে হবে যাতে উম্মাহ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

মুসলিম দেশে উচ্চ শিক্ষার সমস্যা

উচ্চ শিক্ষার প্রথম সমস্যা হলো অনুকরণ ও প্রতিলিপি করণ (Replication)। মুসলিম দেশসমূহের বেশীর ভাগে উচ্চ শিক্ষার পদ্ধতি ও দর্শন পাশ্চাত্য ধরনের। মুসলিম উম্মাহর চেতনা ও সংস্কৃতির সাথে এগুলোর কোন সাদৃশ্য নেই। অনুকরণ আর প্রতিলিপির উপর ভিত্তি করে এসব পদ্ধতি ইসলামী সভ্যতার প্রকৃতি, এর বৈশিষ্ট্য, প্রারম্ভিক অবস্থা ও মূল্যবোধ বিবেচনায় ব্যর্থ হয়েছে। এসব মূল্যবোধ তাওহীদ, খেলাফত, লক্ষ্য ও অস্তিত্বের নৈতিক প্রেক্ষাপট, এর একক ভিত্তি, এর বস্তুগত-আধ্যাত্মিক -নৈতিক পরিপূরক শক্তি, বস্তুতান্ত্রিক ও আখিরাতের প্রেক্ষিতের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ঐ সভ্যতায় কোন প্রাপ্তি, দক্ষতা, অর্জন, মার্জিতকরণ কোন লক্ষ্য নয়, তবে এগুলো জীবনের জন্য আর আধ্যাত্মিক কারণে প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো যোগ্যতা ও দানশীলতার মাধ্যমে আখিরাতে অমরত্ব লাভের জন্য এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে ও আল্লাহকে ভালবাসবে।

দ্বিতীয় সমস্যার বিষয় হলো বাধা বিপত্তি, কুসংস্কার, মুসলিম মনে প্রবেশকৃত ভাওতাবাজী, ইসলামী দর্শনের বিকৃতি, ইসলামের চাকার গতি স্তব্ধ করে দেয়া, মন ভেঙ্গে দেয়া, জ্ঞান বিজ্ঞান ধ্বংস করে দেয়া, দৈনন্দিন জীবনাচার ও শিক্ষা পদ্ধতি, আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি হতে এগুলোকে অনেক দূরে ঠেলে দেয়া। তাদের সকল চেষ্টা সাধনা ও জীবনাচারে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা।

www.pathagar.com

এসব কারণ ও সমস্যা হেতু মুসলিম দেশগুলোতে উচ্চতর শিক্ষা, ধর্মীয় আর বস্তুতান্ত্রিক, মানবিক বা বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিষয়ক যাই হোক না কেন, কোন বিভাগেই সভ্যতার বিকাশে ও সভ্যতার জাগরণে তথা উম্মাহর সংস্কারে কোনো রকম ভূমিকা পালন করতে পারেনি। একই কারণে উচ্চ শিক্ষা জ্ঞান বিস্তারে, শিক্ষণে, নতুন পদ্ধতি বিকাশে, দক্ষ ও সৃজনশীল কর্মী সৃষ্টিতে সফল হয়নি। উম্মাহ কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে গেছে এবং মানব সভ্যতার উন্নয়নের প্রান্ত সীমায় এসে পৌঁছেছি।

উম্মাহর সংস্কার ও চেতনা বিকাশ, সভ্যতার চাহিদা পূরণ ও বিশ্ব মিশনের সফলতার জন্য উচ্চ শিক্ষার সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ জরুরী। সেজন্য গোড়াতেই বিনাশী বিকৃতির সকল জিনিসকে দূর করে উচ্চ শিক্ষার সংস্কার করতে হবে। শক্ত ভিত্তির উপর জ্ঞানের ইসলামীকরণের কাজটি করতে হবে। এর জন্য জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সূত্রগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। ওহীর জ্ঞানে মানবিক কর্মকাণ্ডের একটি ব্যাপকভিত্তিক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রেক্ষাপট থাকবে। এই কর্মকাণ্ডের জন্য শ্বাশত আইন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কৌশলও থাকবে। এভাবে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অসহায়ত্ব ও তন্দ্রাচ্ছন্নতাবোধ দূর হবে। চিন্তা ও গবেষণা মানুষের মেজাজ ও ঘটনা প্রবাহের উপর আলোকপাত করবে। এগুলো রক্ষার জন্য যুক্তি, প্রাকৃতিক আইন ও ওহীর জ্ঞানের দিকনির্দেশনাকে প্রয়োগ করতে হবে।

শক্তিশালী শ্বাশত দর্শনসহ জ্ঞানের ইসলামায়ন, জ্ঞানের সমন্বিত সূত্রসমূহ ও প্রাকৃতিক আইনের অনুসরণ মুসলিম মনকে আলোকিত করবে। তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্র আবিষ্কারে সক্ষম করে তুলতে হবে, আর কুসংস্কার ও ভাওতাবাজীর প্রভাব, অসঙ্গতি, বিভ্রান্তি ও বিপথগামীতা থেকে মুক্ত করতে হবে। মনকে মুক্ত করার লক্ষ্যে জ্ঞানের ইসলামীকরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে অবগাহনে শক্তি, আস্থা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা উম্মাহকে যোগ্য করে তুলবে। উম্মাহ এর মাধ্যমে সংস্কার, যোগ্যতা ও সৃজনশীলতা লাভ করবে। এভাবে উম্মাহ কঠিন ও নৈতিক কার্যাবলী সম্পাদনের দক্ষতা, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, সমস্যার সমাধান, ইপ্সিত উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনে ক্ষমতা অর্জন করবে।

সংস্কৃতির পরিশুদ্ধি ও শিক্ষা কারিকুলামের সংস্কারের জন্য সংস্কারকৃত ইসলামী দর্শন ও শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতি হলো পূর্বশর্ত। এগুলো আবার আত্মার

www.pathagar.com

কার্যকর গঠন প্রক্রিয়া, আত্মার পরিচালনার দিক-নির্দেশনা ও কাজ করার জন্যও প্রয়োজন। এসব দিক-নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণাগুলো যখন সক্রিয় হয়, তখন প্রাপ্ত শিক্ষা উপকরণগুলো ব্যবহার হবে বুদ্ধিদীপ্ত ও কার্যকর। এভাবে কাজ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আয়োজন, উম্মাহর শকটচক্রকে আবার যথাস্থানে স্থাপন এবং নৈতিক মান উন্নয়ন ও সৃজনশীল কাজে মেধার বিকাশ সাধন করা হবে।

মুসলিম বিশ্ব যদি তার সংস্কার কার্যক্রমকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে চায়, তবে শত শত বৎসরের বিচ্যুতি ও ঘুরে বেড়ানোর পর তাকে এখন তার শিক্ষা পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংস্কার করতে হবে। এর জন্য তাকে পরিমাণের আগে মানকে, সুযোগ-সুবিধার আগে বিষয়বস্তুকে, সাজসরঞ্জামের পূর্বে কারিকুলামকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং কাজ করার সুবিধার জন্য এর প্রত্যেকটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। কোনো রকম সংঘাত বা ব্যর্থতা না দেখিয়ে তাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছার সুযোগ করে দিতে হবে।

গুণগতমান (quality) ও পরিমাণ, বিষয়বস্তু ও সুযোগসুবিধা হলো জাতির নিজ নিজ কর্ম দক্ষতার বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতি, শিক্ষা ও শিক্ষণের মাধ্যমে এসব জাতির নিজ নিজ সত্তা ও সভ্যতার ভিত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। এটি জাতিসমূহের নিজ নিজ শক্তি ও কর্ম প্রেরণার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। এসব জাতি তাদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়, জনসম্পদের প্রশিক্ষণ ও তাদের সৃজনশীল মেধা-শক্তির বিকাশকে অগ্রাধিকারের তালিকায় সবার উপরে স্থান দিয়ে থাকে। তারা তাদের নাগরিকদেরকে প্রাপ্য সম্পদ দিয়ে জাতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

অপরপক্ষে অনুন্নত দেশগুলো অনুকরণ ও প্রতিলিপির ন্যায় কাজ করবে না। তাদের শিক্ষামূলক ব্যবস্থা তাদের মৌলিক নীতিমালা, বৈশিষ্ট্য ও সভ্যতাসুলভ বিশেষত্বকে প্রকাশ করতে পারে না। দর্শন ও নতুনত্বের দিক দিয়ে এ দেশগুলো কৃত্রিমতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলো এসব দেশে তালিকার নিচের দিকে অবস্থান করে। এ সংক্রান্ত প্রয়োজনগুলো স্বল্পতা, অসহায়তা ও ব্যর্থতার দোষে দুষ্ট হয়। উদ্যমের অভিনবত্ব ও কর্মকাণ্ডের উন্নতি মূলতঃ গুণসম্পন্ন সংস্কৃতি ও শিক্ষা কারিকুলামের উন্নয়নের উপর নির্ভর করে।

www.pathagar.com

জ্ঞানের ইসলামায়ন

উচ্চ শিক্ষা পুনঃ শক্তিশালীকরণে একটি বাস্তব পরীক্ষা

জ্ঞানের ইসলামীকরণে জ্ঞান, শিক্ষা ও শিক্ষণ বিষয়ের আলোচনা এমন একটি মুসলিম গ্রুপের চিন্তা চেতনার মধ্যে উৎসারিত হয় যারা ইসলামী সভ্যতার চেতনা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত। তারা মানবজাতিকে নব দিগন্তে ও মানবসভ্যতাকে উচ্চতার শিখরে পৌছে দেয়ার জন্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের এ প্রচেষ্টাই অন্য জাতির জন্য একটি সূচনা বিন্দু হিসেবে কাজ করেছে ও পরবর্তীতে তারা তাদের সংস্কৃতি ও তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে। এ বিশ্বাসীগণ জানেন উম্মাহর জন্য মানবেতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকারে ইসলামী মূল্যবোধ কতটা কার্যকর।

এ গ্রুপটিকে একদিকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, অপরদিকে সমসাময়িক সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানকে সংগঠিত করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ গ্রুপটি দৃঢ়ভাবে জ্ঞানের ইসলামীকরণে সমর্থন করে ও বিশ্বাস করে। এ গ্রুপটি উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে সমৃদ্ধ। তারা এ জ্ঞান তাদের নিজ লোকদের পাণ্ডিত্য ও পেশাগত দক্ষতা থেকে লাভ করেছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, সুবিখ্যাত বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রুপটি প্রকৃতপক্ষে এমনভাবে জ্ঞানের সমন্বয় করে থাকে যাতে এসব মানুষের ঐশী জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সংযোগ সৃষ্টি হয়।

ইসলামী জ্ঞানের এরূপ সমন্বয় গ্রুপটির কোনো কোনো সদস্যের লেখার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। যেমন The Islamic Theory of Economics: Philosophy and Contemporary Means (১৯৬০) বড় একটি ইসলামী সাংস্কৃতিক সমাজ গঠনে গ্রুপের চেষ্টা সাধনা, আমেরিকার Association of Muslim Students (১৯৬৩) জ্ঞানের ইসলামিকরণের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী ইনস্টিটিউশনের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলোঃ আমেরিকা ও কানাডায় প্রতিষ্ঠিত Association of Muslim Social Scientists (১৯৭২), The International Institute of Islamic Thought (১৯৮১) এবং The Child Development Institution। (১৯৯৯)

উম্মাহর সংকটের বিষয় ও স্বল্প মাত্রার কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে জ্ঞানের ইসলামি- করণের বিষয়টি গড়ে উঠেছে। জ্ঞানের বিকৃতি ইসলামী দর্শনকে

www.pathagar.com

জরাগ্রস্ত করেছে। একক জ্ঞানের বিষয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আর জ্ঞানের ইসলামায়নকে স্থবির পুঁথিগত বিদ্যায় পরিণত করেছে। এসব বিকৃতি ইসলামী দর্শনের গঠনপ্রকৃতি ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মানবিক জ্ঞানের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে ও মানবিক শৃংখলাবোধকে ধ্বংস করে দিয়েছে, যে শৃঙ্খলাবোধ দ্বিতীয় পর্যায়ের মূলনীতি ও ইসলামী আইনের ধারণার মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে শুরু করেছে। ফলে উম্মাহর প্রতিষ্ঠান, ঐক্য ও শাসকবর্গের পতন ঘটতে থাকে। ধর্মীয় আলোচনা একটি ভীতি সঞ্চারীরূপ পরিগ্রহ করে যা ব্যাপকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা ও রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার কারণে উম্মাহকে নেতিবাচক ভূমিকার দিকে ঠেলে দিয়ে তার সৃজনশীল সাংস্কৃতিক শক্তির ক্ষয় সাধন করে। ফলে উম্মাহ অসম্মান ও পশ্চাদদিকে চলতে থাকে। অনিচ্ছুক ও পূত-পবিত্র কোন লোক ন্যূনতম যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী করার চেষ্টা করে না, অপর পক্ষে উষ্ণহৃদয়ের মানুষ উদার, ত্যাগ ও সৃজনশীলতার বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

জ্ঞানের ইসলামায়ন হলো ইসলামী চিন্তা পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পনা। ইসলামের মূলনীতি, মানবতাবাদী লক্ষ্য ও ইসলামী সভ্যতার মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ইসলামী চিন্তা-দর্শন গড়ে উঠে। এটি আবার তাওহীদ ও প্রতিনিধিত্বের ধারণার উপর নির্ভর করে। এর উদ্দেশ্য হলো ইতিবাচক ও ব্যাপকভিত্তিক ইসলামী দর্শনের পুনগ্রহণ। এটি ভিত্তি ও প্রারম্ভিক বিন্দু হিসেবে কাজ করবে। এ পরিকল্পনায় শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টিকেও গ্রহণ করতে হবে, যাতে এটি একটি নিয়ন্ত্রিত, বিশ্লেষণধর্মী ও ব্যাপকভিত্তিক ধারণার উপর গড়ে উঠে। ঐশি জ্ঞান ও মানবিক জ্ঞানের সুদৃঢ় সংগতির উপর ভিত্তি করে এটিকে গড়ে তুলতে হবে। এ পরিকল্পনায় পৃথিবীতে মানুষের জীবনের স্বার্থকতা আর ইসলামী আইন বাস্তবায়ন তথা সমস্যার সমাধান ও কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করা হয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্তি আর বিশ্ব ব্যবস্থায় আল্লাহর আইন পালন করা হয়। এ পরিকল্পনায় ইসলামী সংস্কৃতিকে পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পন্থার ব্যবস্থা করে দেয়া ছাড়াও ইসলামী সংস্কৃতিকে বিকৃত না করা, কুসংস্কার দূর করা, ভাওতাবাজী, অসাধুতা ও হেঁয়ালী দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলিম উম্মাহর মানসিক বিকাশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপকরণ সরবরাহ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শক্তি, যোগ্যতা ও উৎপাদনশীলতার ক্ষমতা দিয়ে যোগ্যতম করে তোলা হবে।

www.pathagar.com

International Institute of Islamic Thought বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্র নির্বিশেষে সংকটের প্রকৃতি ও শিক্ষা সংস্কারের বিভিন্ন দিকের উপর বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদেরকে সতর্ক করে যাচ্ছে, আর তাদেরকে আরো কাছে থেকে সমস্যার পর্যবেক্ষণের সুযোগ করে দিচ্ছে।

এ বুদ্ধিজীবীরা সংস্কৃতির সংস্কার ও উন্নয়ন, শিক্ষা কারিকুলামের উন্নতি সাধন, উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরো ত্বরান্বিত করার জন্য উম্মাহর মেধাশক্তিকে শানিত করার দায়িত্বও পালন করতে পারে।

International Institute of Islamic Thought (IIIT) সমগ্র বিশ্বের মুসলিম নগরীগুলোতে একটি যৌথ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্লাটফরমে মুসলিম চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতগণ আলাপ আলোচনা করা ও গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান রাখার একটি সুযোগ পেয়েছে। এ ইনস্টিটিউটের চেষ্টার ফলে বিভিন্ন কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বিভিন্ন বিষয়ে সভা-সেমিনার আয়োজন এবং প্রকাশনা ও সাময়িকী প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে উম্মাহর লোকজন মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত ইংরেজি, আরবি ও অন্যান্য ভাষায় প্রশিক্ষিত হচ্ছে। এ ইনস্টিটিউট বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিক্ষা সংস্কারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্নভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

শিক্ষামূলক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলাপ আলোচনার জন্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি ও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের আয়োজন করছে। উম্মাহর দর্শন ও সভ্যতার ভিত্তির পুনর্গঠনের জন্যে এ সংস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। উম্মাহর জাগরণ, এর মেধাশক্তিকে সক্রিয় করা, মানব সেবা ও এর সভ্যতা সংক্রান্ত কাজগুলো চালিয়ে নেয়াও উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ায়

জ্ঞানের ইসলামায়নের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা

১৯৫৬ সালে মালয়েশিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হয়। দেশটি স্বাধীন হওয়ার পরপরই তারা দেশটিকে গড়ে তোলার গুরুত্ব অনুভব করে। মালয়েশিয়ার নেতৃবৃন্দ তাদের দেশের মেধাশক্তিকে আরো শানিত করার কাজে ইসলামের ভূমিকাকে গুরুত্ব প্রদান করে। ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত 1st Conference of Islamic Education-এর মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে মালয়েশিয়ার নেতৃবৃন্দ Islamic

www.pathagar.com

Conference Organisation-এর সাথে এক আন্তর্জাতিক চুক্তি বলে ১৯৮৪ সালে কুয়ালালামপুরে একটি International Islamic Univeristy প্রতিষ্ঠা করে। বিশ্ববিদ্যালয়টি International Islamic Univeristy-এর একটি অংশে পরিণত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি সংস্থার আদর্শ অনুযায়ী তাদের কারিকুলামে ইসলামী সংস্কৃতি সন্নিবিষ্ট করে।

International Institute of Islamic Thought-এর গঠনমূলক, সভ্যতা সংক্রান্ত ও সংস্কারমূলক দর্শনকে মালয়েশিয়ার নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করে। এ ইনস্টিটিউট ১৯৮৪ সালে কুয়ালালামপুরে Islamization of Knowledge এবং Reform of the Congnitive System-এর উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। মালয়েশিয়ার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আনোয়ার ইবরাহীমের সাথে ইনস্টিটিউটের একটি গভীর সম্পর্কও ছিল। ঐ সময়ে তিনি রিয়াদস্থ World Assembly of Muslim Youth-এর সচিবালয়ের সদস্য হিসেবে কাজ করেন। ১৯৮৮ সালে মালয়েশিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপর্যুক্ত ইনস্টিটিউটকে হাজার শিক্ষার্থীর নতুন এ বিশ্ববিদ্যালয়কে সহায়তা করার অনুরোধ জানায়। মন্ত্রণালয় এ ইনস্টিটিউটের একটি প্রতিনিধি দলকে ইসলামের সেবা, সংস্কার কাজে অবদান ও মালয়েশিয়ার উন্নয়ন প্রচেষ্টায় শরীক হওয়ার জন্য এবং জ্ঞানের ইসলামায়নের ভিত্তি হিসেবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়-কারিকুলাম প্রণয়নের অনুরোধ জ্ঞাপন করে। সাংগঠনিক দক্ষতা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনৈক চিন্তাবিদ পণ্ডিতকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব দেয়াহয়। দায়িত্ব গ্রহণের এগার বৎসরের (১৯৮৮-৯৯) মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও শিক্ষা কাঠামোর কাজ সম্পন্ন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমে ইসলামী শিক্ষা ও মানবিক বিজ্ঞানসহ স্থাপত্য, প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক কারিকুলাম চালু করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দুটো ক্যাম্পাস ছাড়াও আরবি ও ইংরেজি বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক কোর্সের জন্য আরো একটি অতিরিক্ত ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করা হয়। যে সব শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার শর্ত অনুযায়ী মান সম্পন্ন শিক্ষার ভিত্তি মজবুত ছিলনা, তাদের জন্য পরিপূরক কোর্সের ব্যবস্থাও প্রস্তুতিমূলক কোর্সে রাখা হয়। উদাহরণ হিসেবে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষার্থী ও প্রাক কলেজ স্কুলিং-এর মাত্র এগার বৎসরের সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য পরিপূরক কোর্সের ব্যবস্থা রাখা হয়।

www.pathagar.com

দেহ ও আত্মা

দুটো প্রধান ক্যাম্পাস নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি গঠিত। এর প্রধান ক্যাম্পাস হলো কুয়ালালামপুরে। অপর ক্যাম্পাসটি রয়েছে কুয়ান্টানে। এটি হলো মেডিক্যাল ক্যাম্পাস। মেডিক্যাল ক্যাম্পাসটি মেডিসিন স্কুল ও সায়েন্স ফ্যাকালটি নিয়ে গঠিত। এ ক্যাম্পাস ও স্কুলের উদ্দেশ্যে ছিল আদর্শগতভাবে ও ভৌতভাবে জ্ঞানের ইসলামায়ন এবং এর ভিত্তিতে উম্মাহকে সংগঠিত করা। এ ধারণা ও ভিত্তিগুলো বিশেষভাবে কুয়ালালামপুর ক্যাম্পাসের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। কুয়ালালামপুর ক্যাম্পাসটি ২০০৬ সালে নির্মিত হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অধিভুক্তি ক্ষমতা ও সার্ভিস এ ক্যাম্পাসে নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়টির সাফল্যের একটি নমুনা হলো বর্তমানে এর শিক্ষার্থীর সংখ্যা পনের হাজার। এটি শুধু কারিকুলাম ও কার্যক্রমের সৃজনশীলতা ও নতুনত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামী স্থাপত্য কর্মের বিষয়টিও এর সাথে যুক্ত। এর স্থাপত্য কর্ম বিশ্বের সুন্দর ক্যাম্পাসগুলোর মধ্যে অন্যতম। কাঠামোর সৌন্দর্যে ইসলামী মূল্যবোধ ও কাজের নিপুণতা এরই প্রমাণ বহন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদটি ক্যাম্পাসের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এটি আধ্যাত্মিক চর্চার কেন্দ্র। মসজিদের সকল দিক হতে শিক্ষার্থী ও কর্মচারীগণ মসজিদে প্রবেশ করে থাকে। ইসলামী সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র হিসেবে মসজিদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ক্যাম্পাসের ভূমি ও এর রাস্তা-ঘাট সংস্কৃতিক ও সামাজিকতা-ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আবহ সৃষ্টি করে। এখানকার ভবন নির্মাণ, খেলাধুলা ও বিনোদনের সুযোগ সুবিধার মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতির ছোঁয়া রয়েছে। এখানে বিভিন্ন কর্মদক্ষতার প্রমাণ ছাড়াও নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও স্বাধীনতা রয়েছে। নারী-পুরুষ এখানে মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিনোদনমূলক ও খেলাধুলায় ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধকে ধারণ করে থাকে।

মানবিক বিজ্ঞান ও ইসলামী ঐশীজ্ঞান

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ার (IIUM) মূল বৈশিষ্ট্য শিক্ষামূলক ও শিক্ষা বিষয়ক কারিকুলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস শিক্ষামূলক, এর লক্ষ্য জ্ঞানের ইসলামায়ন, এটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও পদ্ধতিগত বিকৃতি দূর করে,

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক পরিশুদ্ধির জন্য কৌশল নির্ধারণ করে। উম্মাহর মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষামূলক সংস্কারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ইসলামী দর্শনের জ্ঞানের বিকৃতি ও পদ্ধতির মোকাবেলা করা। নির্মাণ ও সংস্কারের ক্ষমতার ক্ষতিসাধনকারী বিকল্প শিক্ষিত কর্মিবাহিনী গড়ে তোলা। কর্মিবাহিনীর চিন্তার একত্ব ও পদ্ধতির স্বচ্ছতার বিষয়টিও সার্বিক গুরুত্বপূর্ণ। বিকল্প শিক্ষামূলক পদ্ধতিটি হলো ইসলামী শিক্ষা ও মানবিক বিজ্ঞানের বিষয়।

এ উদ্দেশে ঐশী জ্ঞানের ও মানবিক বিজ্ঞানের জন্য সবচেয়ে বড় অনুষদ গড়ে তোলা হয়। এখানে ইসলামী শিক্ষা, সামাজিক ও মানবিক বিজ্ঞানের সকল বিশেষ বিষয়গুলোর ব্যবস্থা রাখা হয়। পেশাগত বিবেচনায় অর্থনীতি, প্রশাসন শাস্ত্র ও আইন শাস্ত্রের ন্যায় বিষয়গুলো এ অনুষদ থেকে বাদ দেয়া হলেও এ বিষয়গুলোর সিলেবাসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো ডাবল মেজর (double major) ও ক্রেডিট আওয়ার (credit hour) পদ্ধতিতে ইসলামী জ্ঞানের একক লক্ষ্য, দর্শনের সংস্কার, নেতা ও পেশাদারদের বিকল্প গ্রুপের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ডাবল মেজর পদ্ধতিতে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে দক্ষতা অর্জনকারী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মানবিক বিজ্ঞানের কোন বিষয়কে সমগোত্রীয় বিষয় হিসেবে নিতে হয়। একইভাবে মানবিক বিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষতা অর্জনকারী শিক্ষার্থীকে সমগোত্রীয় বিষয় হিসেবে ইসলামী শিক্ষাকে নিতে হয়। যে সব শিক্ষার্থী অতিরিক্ত এক বৎসর অধ্যয়ন করবে তাদেরকে সমগোত্রীয় বিষয়ে দ্বিতীয় ব্যাচেলর (Second Bachelor) ডিগ্রী দেয়া হয়। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উৎসাহ প্রদান করে থাকে। এসব শিক্ষার্থী অবশেষে ইসলামী শিক্ষা ও সামাজিক বিজ্ঞানে সমগোত্রীয় বিষয় নেয়ায় দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী লাভ করে থাকে।

এ দ্বিবিধ জ্ঞান-বিশেষায়ন শিক্ষার্থীদেরকে শুধু মাত্র জ্ঞানের বিশালতা, নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতির সাথেই পরিচিত করে না, শিক্ষার্থীদেরকে আধ্যাত্মিক, নৈতিকতাবোধ ও সামাজিক জীবনের জ্ঞানও দিয়ে থাকে। এছাড়া দ্বিবিধ জ্ঞান বিশেষভাবে (ইসলামী জ্ঞানের পদ্ধতি) ও সাধারণভাবে (সামাজিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি) এসব পদ্ধতিসমূহের বিভিন্ন শিক্ষা কৌশল, পরিপূরক পদ্ধতিসমূহের

www.pathagar.com

সাথে শিক্ষার্থীদেরকে ভালভাবে পরিচিত করে থাকে। শিক্ষার্থীদের সমন্বিত মানসিক বিকাশে ও ভবিষ্যত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাধারণ ও সামাজিক বিষয় (সামাজিক বিজ্ঞান) ছাড়াও ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে (ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা) বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি কাজ করে থাকে।

এ সম্প্রসারিত দক্ষতার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা উম্মাহর মেধাশক্তি, আত্মা ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর বিশ্লেষণে বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা অর্জন করে থাকে। উম্মাহ এর মাধ্যমে তার গতি ও শক্তিকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও দ্বিবিধ এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদেরকে চাকরির আরো বৃহত্তর পরিসরে যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ করে দেয়। এর ফলে এসব যুবকদের দক্ষতা ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং তাদের মর্যাদাও রক্ষা পায়। যেসব দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু ও দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোতে বিশেষ করে যে সব দেশে চাকরির সুযোগ-সুবিধা তেমন একটা নেই, সেখানে (তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেও) এসব শিক্ষিত যুবকরা চাকুরির সুযোগ করে নিতে পারে। সামাজিক কোন বিষয়ে ডিগ্রীসহ শিক্ষার্থীর কারিগরী বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ইংরেজি ও আরবিতে অভিজ্ঞ গ্রাজুয়েটগণ ইচ্ছানুযায়ী যে কোন বেসামরিক ক্ষেত্রে চাকরি করতে পারবে। সিভিল সার্ভিস, কারিগরী পেশা বা প্রাইভেট ব্যবসাতে তারা মনোনিবেশ করতে পারে। কোন কোন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটগণের ন্যায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণকে যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এমন কোন কাজ করতে হয় না। যারা ইসলামী শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রী প্রাপ্ত তারা অন্যদের তুলনায় জ্ঞান, চিন্তাশক্তি, অনুভূতি, কার্যক্ষমতা ও দক্ষতার দিক দিয়ে বেশী যোগ্য।

এ ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্তরা যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তি হতে পারে। এ পর্যায়ে গ্রাজুয়েটদের ঐশীজ্ঞানের বিষয় ও মেজর বিষয় হিসেবে গ্রহণকারী সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের গ্রাজুয়েটরা ভর্তির যোগ্য হয়ে থাকে।

কোন শিক্ষার্থী ইসলামিক আইন বিষয়ে এম এ বা পিএইচডি ডিগ্রী করতে চাইলে এ বিষয়ে তার অন্যবিধ যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সে তা করতে পারে। এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে শিক্ষার্থীর আরবি জ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষার মৌলিক কিছু কোর্স করা থাকতে হবে। অনুরূপভাবে ইসলামী শিক্ষা বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েটগণের সামাজিক শিক্ষা বিষয়, আরবি ও ইংরেজিতে মৌলিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

International Institute of Islamic Thought মুসলিম বিশ্বের কোথাও কোথাও এ ধারণা চালু করলেও পরবর্তীতে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের দেশে এ পদ্ধতি ছেড়ে আগের সিঙ্গেল মেজর (Single major) পদ্ধতিতে ফিরে যায়। এ দেশগুলোতে সামাজিক শিক্ষা বা বিদেশীদের জন্য আরবি বা ইংরেজি ভাষা বিষয়ের দক্ষতা অর্জনের কোন সুযোগ-সুবিধা নেই। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্নাতক ডিগ্রীর জন্য সময় কমিয়ে গুণের উপর গুরুত্ব না দিয়ে সংখ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুনগুলো অনেক বৎসর ধরেই সফলতার সাথে কাজ করে আসছে। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে সব শিক্ষার্থীর ইসলামী ও সামাজিক শিক্ষা বিষয়ে মেজর (Major cognate) হিসেবে গ্রাজুয়েশন করা আছে, তারা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রীর জন্য ভর্তি হতে পারে। এ বিশ্ববিদ্যালয় যে সব শিক্ষার্থীর আরবি ভাষাটি নিজের ভাষা নয় তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কোর্সের ব্যবস্থা করে দক্ষ করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি হতে খুবই আগ্রহী। পোস্ট-গ্রাজুয়েশন কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য আরবি ও ইংরেজি বিষয়ে দক্ষ হওয়ার বিষয়টি পূর্বশর্ত হওয়ায় ভর্তিচ্ছুকরা তাদের দেশে এগুলো শেখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে থাকে বা তারা নিজস্ব অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতিমূলক কোর্সে ভর্তি হয়ে আরবি ও ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করে। এর ফলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থী ঘাটতি হয় না। আসল ব্যাপার হলো, এখানে ভর্তির চাহিদা প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়েও বেশী। জ্ঞানের সমন্বয়, গবেষণা পদ্ধতি, তাদের দেয়া গবেষণার বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ব্যুৎপত্তি লাভের পর বুদ্ধিবৃত্তিক মহল ইসলামী প্রেক্ষাপটের মূলনীতি, মূল্যবোধ ও ইসলামের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রাকৃতিক ও মানবিক বিজ্ঞান বিষয়ের জ্ঞানের শূন্যতা পূরণ করে থাকে।

প্রতি কোর্সের ইসলামী প্রেক্ষাপটটি নিয়মিত পরিবীক্ষণ (monitoring) করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পুরো সিলেবাস এখানে পড়ানো হলেও ইসলামী

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপট থেকে বিষয়গুলোকে এখানে মূল্যায়ন ও যাচাই করে দেখা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এমন ইসলামী প্রেক্ষাপটকে এখানে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়। ইসলামী প্রেক্ষাপটের বিষয়টি পুরোপুরি শিক্ষা শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এর ফলে কোর্সের শিক্ষামূল্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়ে যায়। এভাবে কোর্সগুলো পরিচালিত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রকৃত অবদান সৃষ্টি করা যাবে। যা বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে উম্মাহর কাজে লাগবে, এবং কার্যক্ষমতা বা অবদান এর যে কোনোটিতেই গ্রাজুয়েটদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

উম্মাহর প্রয়োজন, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষা কোর্স ও গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। কোর্সগুলোর মধ্যে ধর্ম, দর্শন, আইন, মানবিক বিদ্যা, অর্থনীতি, প্রশাসন-এর ন্যায় বিষয়গুলো বিভিন্ন কলেজ ও ডিপার্টমেন্টের গ্রাজুয়েট ও পোস্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের কারিকুলামের অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় বুলেটিনে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে কেউ ওয়েস্টার্ন স্টাডিজের নাম উল্লেখ করতে পারে। এ কোর্সটি স্পেশালাইজেশনের অংশ হিসেবে শুরু হয়ে বর্তমানে এটি মেজর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এটি বর্তমানে একটি বিভাগ হয়েছে। এখানে ধারণা ভিত্তিক সঠিক পশ্চিমা ইতিহাসের দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ে পাঠদান করা হয়ে থাকে। এ বিভাগের গ্রাজুয়েটরা বর্তমানে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের। মুসলিমরা এর মাধ্যমে পশ্চিমাদেরকে বুঝতে পারে এবং তাদের সংস্কৃতি, মানবিক অবদান ও তাদের বিভিন্ন ধরনের আগ্রাসনকে বুঝতে পারে। এর ফলে পশ্চিমাদের সাথে আলাপ আলোচনা ও ভাব বিনিময় সহজ হয়েছে। ইসলামী সংস্কার, পশ্চিমাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, সক্রিয় ও গঠনমূলক সহযোগিতার মাধ্যমে দুঃখ-দুর্দশা, হিংসা-বিদ্বেষ দূর করা, পশ্চাদমুখীতা, দুর্বলতা ও মুসলিম বিশ্বের বিভাজনের ফলে সৃষ্ট আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে আধুনিক সভ্যতা ও সমাজের সাথে উম্মাহর পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাকে নির্দিষ্ট বোঝাপড়া ও তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী সভ্যতাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার মুখোমুখি হতেই হবে। কেননা এ সভ্যতায় তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য, ভিত্তি ও লক্ষ্য আছে। এ সভ্যতার সাথে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য একটা ইতিবাচক এবং সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল কামনায় ও বিশ্ব সভ্যতা বিকাশের স্বার্থে পারস্পরিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে হবে।

www.pathagar.com

পদার্থ বিদ্যা, প্রকৌশল, এরূপ অন্যান্য ক্ষেত্র ও পেশাগত ক্ষেত্রে জ্ঞানের ইসলামীকরণের বিষয়টি বিজ্ঞানভিত্তিক ঘটনা। প্রাকৃতিক ও বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সৃষ্টিকুলের বিষয়গুলোতে প্রাকৃতিক ও ঐশি আইন সংশ্লিষ্ট নয়, এর কারণ এ বিষয়গুলোতে সকল মানুষকে সমান হিসেবে মনে করা হয়। এখানে পার্থক্যটি আসলো মানব ব্যবহৃত পদ্ধতি, এর থেকে প্রাপ্ত উপকার, ঘটনা ও নিয়ম-বিধি, বিধি-বিধান ব্যবহারের নৈতিক মানদণ্ড, উন্নতি বা অবনতি এবং উপকারী বা ক্ষতিকারক বিধি-বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে। এসব বিষয়ই ইসলামী আকিদা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন, গবেষণার নৈতিকতা ও পেশাগত আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে বিভিন্ন মযহাব, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সংস্কৃতির বিষয় জড়িত। ইসলামী পদ্ধতি এখানে কল্যাণ সাধন করে ও পথ প্রদর্শনের কাজ করে, মিথ্যা হতে সত্যকে আলাদা করে, ক্ষতি হতে উপকারে এবং বর্বর কার্যাবলী হতে মানবিক কার্যাবলীকে পৃথক করে জীবনের আধ্যাত্মিকতা ও লক্ষ্যকে সংরক্ষিত করে।

আরেকটি বিষয় হলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এর অধ্যয়ন, ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ, ন্যায় বিচার-প্রতিষ্ঠা ও পশ্চিমাদের পক্ষপাতিত্ব হতে মুক্তি, উম্মাহর অবদান, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা। নিয়ম পরিপালনে এটি উৎসাহের বিষয় হিসেবে কাজ করতে পারে। অতীতে কিভাবে উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়েছিল তা থেকে মুসলিমরা আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারে। কিভাবে মুসলিমরা পথ হারিয়ে ফেলে, মুসলিম মনন কিভাবে লক্ষ্য বিচ্যুত হয়ে দুনিয়াবী মায়া, কুসংস্কার ও পশ্চাদমুখীতার দিকে ধাবিত হয় তা জানা যায়।

জ্ঞানের ইসলামীকরণের পদ্ধতির কৌশল প্রণয়নের পন্থা হলো কর্মসূচী তৈরী, যার লক্ষ্যই হলো সভ্যতার লক্ষ্য অর্জনে বিরামহীনভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে উন্নয়ন ও আবশ্যকতার বিষয়, চিন্তা, সংস্কৃতি, আবশ্যকতা পূরণ, জীবনের অবস্থা ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয় জড়িত।

নৈতিক মূল্যবোধ থেকে এ পদ্ধতিটির সূত্রপাত। এটি কল্যাণকর, স্পষ্ট লক্ষ্য ও প্রাপ্তির দিকে মানুষকে চালিত করে।

জ্ঞানের ইসলামীকরণের উপর ভিত্তি করে অধ্যয়নের বিষয়বস্তু ও কোর্সের গুণগত মান নির্ণিত হয়, এটি কখনো বন্ধ হয় না। পুনঃ পর্যালোচনা, অভিজ্ঞতা, সমাজ ও উম্মাহর প্রয়োজনে এর গতি দ্রুততর হয়। শিক্ষার্থীদের সর্বদা নতুন নতুন জ্ঞানের

www.pathagar.com

সাথে সংশ্লিষ্টতা ও নতুন নতুন জ্ঞান-দিগন্তের সাথে পরিচিতি থাকা, বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে উন্নতমানের শিক্ষা ও মনস্তাত্ত্বিক যোগ্যতা দিয়ে গড়ে তোলার কারণে বিভিন্ন কর্পোরেশন ও সরকারী এজেন্সি শুধুমাত্র এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদেরকেই চাকুরিতে নিয়োজিত করতে চায়। এদের যোগ্যতা, উচ্চতর নৈতিকমান, একাগ্রতা, শিক্ষা, দক্ষতা ও মেধাশক্তি এতই উন্নতমানের যে, বিভিন্ন মুসলিম দেশের কর্মকর্তাবৃন্দ ও সফরকারীগণ তাদের দেশের শিক্ষার্থীদেরকে এরূপ প্রশিক্ষণই দিতে চায়, যাতে তাদের গ্রাজুয়েটরাও শিক্ষা ও পেশাগত উভয় দিক দিয়েই এরূপ অসাধারণ গুণাবলী ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

ভাষা ও আরবি ভাষা শিক্ষা

দর্শন ও কারিকুলাম হলো ভাষা ও কার্যাবলী সফল করার উপায়। দক্ষতার সাথে কার্যাবলী সম্পাদনে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কার্যাবলী সম্পাদনের কৌশলটি যত দক্ষতাপূর্ণ হবে সফলতার মাত্রাও হবে তত বৃহৎ পরিসরের।

ভাষা বিষয়ে মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। গ্রাজুয়েটরা যাতে উন্নতমান ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারে, শিক্ষার সুযোগ যাতে নিশ্চিত হয়, উৎপাদন মান বৃদ্ধি পায়, নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ সূত্র আরো গতিশীলতা লাভ করে ও কর্মস্থলে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সেদিকে এ বিশ্ববিদ্যালয় সজাগ দৃষ্টি রাখে। নিজের মাতৃভাষা ছাড়া শিক্ষার্থীরা আরবি ও ইংরেজি এ দু' আন্তর্জাতিক ভাষায়ও দক্ষতা অর্জন করে। এরূপ অবস্থার কারণে বর্তমান বিশ্বের বিদ্যমান অবস্থায় শিক্ষার্থীরা ইসলামী শিক্ষামূলক বা প্রযুক্তিগত যে কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

আরবি ও ইংরেজি শিক্ষা দেয়ার সময় শিক্ষার্থীদেরকে সবচেয়ে আন্তর্জাতিক মানের পদ্ধতি, ইসলামী বিষয় শিক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-পরিবীক্ষণ করার যোগ্যতা শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। ইসলাম ধর্মীয় বিষয়গুলো শিক্ষা এবং মুসলিম দেশসমূহে যোগাযোগের কার্যকর বাহন হিসেবে আরবি ভাষা ব্যবহৃত হয়। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে আরবি ও মুসলিম দেশের অন্য কোন ভাষায় যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ইংরেজি ভাষাতেই সবচেয়ে বেশী তথ্য পাওয়া যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিষয়ের কোর্সগুলো ইংরেজিতেই বেশী হয়ে থাকে। আরবি ও ইংরেজি ভাষায়

www.pathagar.com

ব্যুৎপত্তি লাভের ফলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বহু মুসলিম দেশে বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক, রাজনৈতিক বিষয়ে ভাবের আদান-প্রদান ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারে। ইংরেজি ও আরবি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটেরা তাদের নিজ দেশেও যোগ্যতর ভূমিকা পালন করতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিক্ষামূলক বিষয়ে যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করার ফলে গ্রাজুয়েটেরা তাদের সমাজে চিন্তার বিকাশ ও কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষা, বিজ্ঞানভিত্তিক ইসলামী ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উম্মাহর ভাষা সমস্যা সমাধানে আমূল পরিবর্তনের জন্য একটি সমাধান বের করবে। ভাষা সমস্যার কারণে উম্মাহ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভাজনের সম্মুখীন হচ্ছে। নিজ দেশীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষামূলক কার্যাবলী সম্পাদন করতে না পারলে জাতি সংস্কৃতি ও শিক্ষা সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য। বিদেশী ও আন্তর্জাতিক ভাষায় শিক্ষিত গুটিকয়েকের মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। ইংরেজি প্রায় ক্ষেত্রেই এখন দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। এ ভাষায় শিক্ষিতরা সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে পারে না, কেননা মাতৃভাষাতেই কেবল সৃজনশীলতার পরিচয় দেয়া যায়।

উম্মাহ বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে পদার্থ বিদ্যা ও প্রযুক্তিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। এর সবগুলোই আন্তর্জাতিক ভাষা আয়ত্ব করার মাধ্যমেই সম্ভব। কুরআনের ভাষা শিখার মাধ্যমেই এটি সম্ভব। এ ভাষা মুসলিমদের মধ্যে একটি সক্রিয় বন্ধন রচনা করতে পারে। একজন নিরক্ষর লোকেরও কুরআনের যথেষ্ট জ্ঞান আছে। এ জ্ঞানকে পরিপালন করা হলে আন্তর্জাতিক প্রথম ভাষার যোগ্যতা অর্জন করা হতে পারে। এর ফলে মুসলিমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন করতে পারবে এবং এতে তাদের সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হবে ও সবচেয়ে কম খরচে চেতনাবোধকে শানিত করতে সমর্থ হবে।

কুরআনকে মুসলিমরা ভালবাসে বিধায় তারা ধর্মীয়, শিক্ষা সংক্রান্ত ও বিজ্ঞান চর্চায় কুরআনের ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না। এ ভাষার সুযোগ পেলে স্থানীয় ও আঞ্চলিক ভাষার অতিরিক্ত এ ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করবে না। আরব আর

www.pathagar.com

মুসলমানদেরকে জ্ঞানের আরবি- করণে তাদের পূর্বেকার অভিজ্ঞতার বিষয়টিতে মনোযোগ দিতে হবে এবং বর্তমানের উন্নত দেশগুলোর অভিজ্ঞতার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। এ দেশগুলো প্রতিটি নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ভাণ্ডারের বিষয়কে বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা ও প্রযুক্তির বিষয়গুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে অনুবাদ করে নিয়েছে। জাপান, রাশিয়া, চীন, জার্মান, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

আরবি ভাষায় যে বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তা হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন সাময়িকীসমূহ আরবি ভাষায় প্রকাশ। কারণ এগুলোর মধ্য দিয়েই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়। শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং পাবলিক লাইব্রেরীতে যাতে এগুলো সহজেই পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর কারণ বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী এসব দেশগুলোতে প্রযুক্তিগত জ্ঞান দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এ সব সাময়িকীর মাধ্যমে।

অনুবাদ, প্রকাশনা, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের সাময়িকী বিতরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংস্থার ব্যয় অনেক মুসলিম দেশের রাজধানীর অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কম।

আরবি ভাষাতে যখন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিষয়গুলো সহজলভ্য হবে তখন এ ভাষা শিখার আগ্রহ বাড়বে। আরবি ভাষায় ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনে মানুষের মধ্যে চাহিদা ব্যাপকহারে বেড়ে যাবে। তখন অনুবাদ কার্যক্রম একটি ব্যবসার বিষয় হবে। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় আরবি ভাষার ব্যবহার সহজ ও কার্যকর হবে। এরূপ হলে আরবি ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচলিত অপবাদ দূর হয়ে যাবে। যে আরবি ভাষার এত জোরালো প্রকাশ শক্তি রয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি থাকার কথা নয়। যুক্তি হলো বিজ্ঞান ভিত্তিক উপকরণাদি দিয়ে এ ভাষাকে শক্তিশালী করার ব্যর্থতা। ভাষাকে শক্তিশালী করার বিষয়টি আন্তর্জাতিক ভাষা ও সমসাময়িক জাতিসমূহের ভাষাগুলোতে যেভাবে করা হয়েছে তা এখনো আরবি ভাষার বেলায় হয়নি।

বৈজ্ঞানিক শব্দের অনুবাদের কাজ শুরু হলে শব্দ সমস্যার বিষয়টি আপনা আপনি সমাধান হয়ে যাবে। মানসম্মত শব্দ ভাণ্ডারের উন্নয়ন, প্রকাশনা ও ব্যবহারের মাধ্যমেই বিষয়টি সহজ হয়ে উঠবে। বিভিন্ন একাডেমী কর্তৃক, অনুবাদ কার্যক্রমের জন্য যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ, শব্দের আরবিকরণ, মানসম্মত শব্দ ভাণ্ডার

www.pathagar.com

সৃষ্টি বিচ্ছিন্ন চেষ্টা পরিহার, ধ্বংসাত্মক প্রবণতা পরিহার, বিদেশী ও উপনিবেশিক স্বার্থ পরিহারের মাধ্যমে অনুবাদের কাজের উন্নয়ন সাধন করা যেতে পারে।

ভাষা সহজিকরণ ঃ ব্যাকরণ ও বানান পদ্ধতি

আরবি বানান পদ্ধতি ও ব্যাকরণকে সহজিকরণে আরবি একাডেমিগুলোর সবচেয়ে বেশী উদ্যোগ গ্রহণ করার এটিই সবচেয়ে মোক্ষম সময়। কুরআনের উচ্চারণের যথাযথ সংরক্ষণ ও সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করার বিষয়টিকে যত্নসহকারে ধারণ করতে হবে। এর মাধ্যমেই আরব/মুসলিম ঐতিহ্যকে বুঝা ও সংরক্ষণ করা যায়। এর জন্য অন্য কোন কিছুকে জোর জবরদস্তি করা যাবে না। আরবি ভাষা শিক্ষা ও এর ব্যবহার সহজতর করে তুলতে হবে, যে সময়টায় শিক্ষা গ্রহণ সবারই একটি অধিকার। এ অধিকার শুধুমাত্র সুবিধাভোগী ও বিশেষজ্ঞদের জন্যই সংরক্ষিত নয়, আর এ সময়টিতে জ্ঞানের পরিধি এভাবেই সম্প্রসারিত হবে।

ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে ভাষার উপর যথেষ্ট দক্ষতা অর্জনের কারণে ভাষার রহস্য উন্মোচন এবং এর সমস্যা নিরসন যে কেউ এখন করতে পারে। এটি এখন সম্ভব। এর জন্য এখন আর অযথা কষ্ট করতে হয় না। সব সমস্যার বিশ্লেষণমূলক সমাধান এবং অতীতে যা সম্ভব ছিলনা ভাষা বিষয়ের এমন সমস্যার সমাধানও এখন সম্ভব। সে জন্য আমাদের আশা যে, ভাষাবিদরা ভাষা বিষয়ক সমস্যা নিরসনে এগিয়ে আসবেন। বিশেষ করে বানান বিষয়ক জটিলতার বিষয়গুলো সমাধানে তারা অবদান রাখবেন। কারণ ভাষা বিষয়ে জটিলতার মধ্যে কোন লাভ নেই এবং এর মাধ্যমে বাড়তি কোন সুবিধাও এতে নেই।

উদাহরণ হিসেবে এখানে একটি কথা বলতেই হয়, যা সব বয়সের শিক্ষার মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। এটি হলো শ্বাসরন্ধ্রযুক্ত বিরতি (হামযা) চিহ্ন, লেখার বহু রকমের ও জটিল ধরনের লিখা পদ্ধতি, এর ধরন (Type), অবস্থান এবং এর পূর্বেস্থিত বর্ণ স্বরবর্ণ। অন্য কোন স্বর উচ্চারণের জন্য এরূপ জটিল পদ্ধতির অনুসরণ করা যাবে না। এটির স্বর পদ্ধতি অতি জটিল ও উচ্চারণ কঠিন। যার ফলে অনেকে এটি লিখার সময়ে ভুল করে। এটির ধরন (Type) বুঝতে পারলেও অনেকের ভুল হয়ে থাকে। মানুষ এটি লিখার সময় ঠিকই উচ্চারণ করে। মানুষের অজ্ঞতার বিষয় প্রকাশ করা ছাড়া এ নিয়মের (Rule) অন্য কোন

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য নেই। একই সমস্যা তিন বর্ণের শব্দ কোমল প্রকৃতির আলিফের (alif) বেলাতেও দেখা যায়। মূল ধাতুর উপর নির্ভর করে এর লেখার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে, এখানে বর্ণটি waw বা ya হবে এবং এর উচ্চারণ অনুযায়ীই alif লিখতে হবে। alif এর উৎপত্তি সম্পর্কে জানা না থাকলে লেখার বেলায় ভুল হতে পারে। কেউ কেউ নকল নিয়মে এটি সঠিকভাবে লিখতে পারে। এর জন্য তাকে বানানের জন্য নিয়ম জানতে হবে না। এ জাতীয় নিয়মে কোন বিশেষ সুবিধা নেই, এর দ্বারা শিক্ষার্থী ও ভাষাকে ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজন নেই।

এ নিয়মগুলো শুধুমাত্র বানানকে কঠিনই করে দেয় আর শিক্ষার্থীদের স্মরণশক্তি ক্ষয় করে মাত্র।

এরূপ আরো উদাহরণ আছে। এগুলোকে সরলিকরণ ও মানসম্পন্ন করতে হবে। যেমন, শেষে alif যুক্ত বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ ও আদেশ সূচক ক্রিয়ার ভাব (imperative mood)-এ ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ। কোন ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ যেখানে শেষ হয় সেখানে waw-এর সাথে অনুচ্চারিত একটি alif যুক্ত হয়; আবার waw দিয়ে শেষ হয় এমন অবস্থায় এমন বহুবচনের বিশেষ্যের শেষে অনুচ্চারিত কোন alif যুক্ত হয় না। তৃতীয় উদাহরণ হলো, কোন কোন শব্দে দীর্ঘ alif-এর স্বর বাদ যাওয়া। এটি হয় নির্দেশক সর্বনামের (demonstrative pronoun) বেলায়। এ ছাড়া আরও অনেক উদাহরণ আছে।

আরবি ব্যাকরণ সূত্রাবলী ও শিক্ষণ পদ্ধতির বিষয়টি বিবেচনা করাও আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি স্বীকৃত যে, কোন ক্রিয়াপদের (verb) কর্তা ও কর্মের (Subject & Object) মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এটি হয় যখন বিশেষ করে কর্তার আগে কর্ম (Object) এসে পড়ে। পার্থক্যের বিষয়টি বুঝতে না পারলে কেউ তার ইপ্সিত অর্থ বুঝতে নাও পারে। শেষ বারে বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগে নামের পার্থক্য নির্ণয় সম্ভব নয় যে সব নাম দীর্ঘ স্বরবর্ণ (যেমন Muna, Laila) যুক্ত হয়ে শেষ হয়। এসব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাক্যের-ধারাবাহিকতাই (Sentence order) কেবল কর্তা ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগে বিশেষণ (adjective) ও ক্রিয়া বিশেষণের (adverb) পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। কোন বিভক্তি ও প্রত্যয়ের দ্বারাই আমরা কোন বিশেষ্যের (noun) গুণাবলী সম্পর্কে জানতে পারিনা বা কোন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ্য (noun) যে বর্ণনামূলক কিছু তাও প্রকাশ করে না। সেজন্য এসব ব্যাকরণ সংক্রান্ত নিয়ম নীতিগুলোকে

www.pathagar.com

সংস্কারের লক্ষ্যে আগাগোড়া বিবেচনায় আনতে হবে। ভাষাভিত্তিক সংস্কার আন্দোলনে বাক্য গঠন বিন্যাসের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে, প্রেক্ষিতের উপর নজর দিতে হবে যা কোন বিষয় বুঝার ব্যাপারে ভূমিকা রাখে। সে জন্য কোন লৌকিকতা (formality) ও ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সবার জন্য শিক্ষার এ যুগে আরবি ব্যাকরণ শেখানো ও ব্যাকরণ গঠনে পেশাদারিত্বের সংযোগ সাধন করতে হবে। সনাতনী আরবির সরলিকরণ আজ জরুরী হয়ে পড়েছে। আজ যেখানে উঁচু শ্রেণী বা বিশেষজ্ঞদের জন্যই শুধু শিক্ষা নয়, সেখানে এ জমানায় মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য আরবি শিক্ষার সুযোগকে যথাযথ ও সফল করে তুলতে হবে।

আমাদের সময়ের ভাষাবিদদেরকে ভাষাকে সহজ করার জন্য প্রচেষ্টা নিতে হবে। আরো বেশী কার্যকরভাবে ভাষার ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে হবে। কুরআন বুঝার জন্য ভাষার মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধন না করে কুরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গমকরণ, এবং এর তাৎপর্য ও শৈলীকে সংরক্ষিত রাখতে হবে। ভাষাবিদদের এটিও মনে রাখতে হবে যে, অতীত ও বর্তমানে আরবদের ব্যবহৃত বিবিধ ভাষা পদ্ধতি আরবদের পরস্পর যোগাযোগে কোন পরিবর্তন আনেনি বা তাদের বাগ্মিতারও কোন বিঘ্ন ঘটায়নি।

আরবি ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করতে হবে, তাকে যথাযথ স্থান দিতে হবে- এ বিষয়টি International Institute of Islamic Thought ও International Islamic University Malaysia বুঝতে পারলেও উভয়েরই এটি আয়ত্বের বাইরে। তারা যে জিনিসটি করতে পারে তা হলো সে IIUM-এ শিক্ষার ভাষা হিসেবে আরবিকে গ্রহণ করা এবং উম্মাহর পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য জ্ঞানের উৎসের (Source meterials) বিষয়গুলোকে আরো সহজলভ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দু'টো প্রতিষ্ঠানই আরবি ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই জার্নাল প্রকাশের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। বুদ্ধিবৃত্তিক ও গবেষণা কর্ম আরবিতে প্রকাশ করা হলে উম্মাহর জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাবে। এগুলোকে ইংরেজিতে প্রকাশ করা হলে বহু জাতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের সমসাময়িক একটি সার্বজনীন অবস্থার সৃষ্টি হবে। সমসাময়িক পৃথিবীর অনেক দেশের বুদ্ধিজীবীদের সাথে সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচিত হবে।

সরকারী, বেসরকারী, সেবা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সব

www.pathagar.com

পক্ষগুলোরই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক মানসম্পন্ন অনুবাদের দিকে মনোযোগ দেয়া উচিত। বিশেষ করে বেশীরভাগ শিক্ষা বিষয়ক ও বৈজ্ঞানিক সাময়িকী কুরআনের ভাষায় অনুবাদ করতে হবে যাতে এ ভাষা আরো সমৃদ্ধ হয়। সকল মুসলিমের কাছে ভাষাটি বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষামূলক বিষয়ে প্রথম ভাষার মর্যাদা লাভ করতে পারে। The Islamic Educational Scientific and Cultural Organisation (ISESCO), the Arab League Educational Cultural and Scientific Organization (AlECSO), মুসলিম দেশসমূহের সরকার, ইসলামী বিশ্বের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউশনগুলোকে এ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং উম্মাহর সভ্যতা ও মানবতার মঙ্গলার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে।

আমরা যখন মনে করি যে, অন্যরা আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর করে দিবে তাতে আমরা নিজেদেরকেই প্রবঞ্চনা করি। এর কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজ অকল্পনীয় গতিতে উন্নত হচ্ছে। এ জ্ঞান তাদের দ্বারাই অর্জন সম্ভব যারা যোগ্য ও যাদের বিজ্ঞান মনস্কতা, সৃজনশীলতা ও মেধা শক্তি আছে। সেজন্য শুরুতেই নতুন প্রজন্মের উম্মাহর জন্য প্রয়োজন উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ, কারণ তারাই ভবিষ্যত কর্মিবাহিনী যারা তাদের শক্তিকে পুনর্জীবিত করবে, উদ্দীপনাকে শানিত করবে, চিন্তা ও শিক্ষা পদ্ধতিতে সংস্কার আনয়ন করবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন কাজের মাধ্যমে সংস্কৃতি বিশেষ করে আরবি সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করবে। প্রথমে মুসলিম জনগণের মধ্যে নিজ দেশের ভাষার মাধ্যমে গোগাযোগ করতে হবে। এরপর সুপরিকল্পনার ভিত্তিতে কুরআনের ভাষার মাধ্যমে সেগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

অঙ্গীকার ও দূরদর্শিতা থাকলে (উম্মাহর জন্য সবগুলো কৌশল আয়ত্ব করা সাপেক্ষে) এটি অর্জন করা খুবই সহজ, আর আল্লাহর সাহায্যে উম্মাহর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান ও এর কর্মিবাহিনীকে শক্তিশালী করা সম্ভব হবে।

জ্ঞানের চর্চা ও গবেষণায় উৎসাহিতকরণ

জ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা কাজের উদ্যোগ গ্রহণ IIUM-এর জ্ঞানের ইসলামীকরণের আরেকটি দিক।

www.pathagar.com

এটি সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগে একটি কর্মিবাহিনীকে সমন্বিত জ্ঞান ও পদ্ধতিগত দক্ষতা দিয়ে এবং তুলনামূলক অধ্যয়ন ও পূর্ণমাত্রার আন্তবিভাগীয় পাঠদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দানের বিষয়টি কঠিন। অপরপক্ষে, পোস্ট-গ্রাজুয়েট স্টাডিজ, গ্রাজুয়েট ও শিক্ষকগণ কর্তৃক গবেষণা কাজ পরিচালনা, রিসার্চ সেন্টার প্রকল্প, জীবন ও সমাজ নিয়ে এসব প্রকল্পের আন্তসম্পর্ক, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক লেখা প্রকাশ, আন্তর্জাতিক সাময়িকী প্রকাশ, শিক্ষামূলক সেমিনার ও শিক্ষকদের সাথে সভা, সংলাপের আয়োজন, শিক্ষামূলক ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়, মতামত ও অভিজ্ঞতার বিনিময়, একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউশনের সাথে সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্স আয়োজন ইত্যাদি বিষয়গুলো IIUM অত্যন্ত মনোযোগ সহকারী পরিচালনা করে। এর ফলে এত স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়টি একাডেমিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের প্লাটফরমে পরিণত হয়েছে এবং ধর্ম, মানবিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও প্রকৌশল বিষয়ের একটি বাতিঘরে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর এখানে সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

শুরু থেকেই IIUM ইসলামী শিক্ষা, মানবিক বিজ্ঞান, শিক্ষা, আইনশাস্ত্র, অর্থনীতি ও প্রকৌশলের ন্যায় বিষয়ে এম এ ও পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান করে আসছে। এগুলোর জন্য লাইব্রেরীর সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। এখানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্পর্কীয় সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। এসব সেবা ও সহযোগিতা এবং বিভিন্ন পার্টির সাথে একই লক্ষ্যে ভাব বিনিময় ও চুক্তি সম্পাদনের জন্য অনুসৃত নীতি ও আগ্রহ ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গ্রাজুয়েটদের দ্বারা অনেকগুলো গবেষণা প্রকল্প সম্পাদিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি এসব কাজের মান উন্নয়নে ও ইসলামী দর্শনে অবদান রাখার নিমিত্ত ও উম্মাহর প্রয়োজন পূরণে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

IIUM গবেষণা কেন্দ্র, একাডেমিক কাউন্সিল ও বিভিন্ন কলেজে একাডেমিক কাউন্সিলের কমিটিসমূহ গবেষকদেরকে তাদের সাপোর্ট, উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য দিয়ে আসছে। শিক্ষা বিষয়ক, বিজ্ঞানভিত্তিক, শিল্প ইনস্টিটিউশন, ফার্ম ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো গবেষণা প্রকল্পে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় আন্তরিকতার সাথে জরুরি প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে আসছে। যারা গবেষণা কাজে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে থাকে এবং

www.pathagar.com

উম্মাহ ও IIUM-এর অগ্রাধিকার ভিত্তিক গবেষণার কাজগুলো করে থাকে তাদের উপর থেকে শ্রেণীতে শিক্ষা দানের ভারটি কখনো কখনো কমিয়ে দেয়া হয় এবং কোন কোন গবেষণা প্রকল্পের বেলায় শিক্ষকদেরকে ছাড় দেয়া হয় এবং তাদেরকে সবসময় গবেষণা কাজে নিয়োজিত থাকার সুযোগ করে দেয়া হয়।

সমন্বিত জ্ঞান দান ও শিক্ষার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ দানের কারিকুলামে পরিপূরক সাহায্য দানে সীমিত গবেষণায় IIUM তার দ্বার অবারিত করে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞ ও স্পেশালিস্ট (অসাধারণ যোগ্যতার জজ, আইনবিদ, সফল ব্যবসায়ী ও অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী) দের সাথে পূর্ণকালীন বা খন্ডকালীন সময়ে অবদান রাখার ভিত্তিতে চুক্তি করা হয়েছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচীতে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিগুলোতে থেকে এর কারিকুলাম ও সিলেবাস উন্নয়নের কাজে অবদান রেখে চলেছেন।

এসব গবেষণা প্রকল্পগুলোর মধ্যে একটি হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সের জন্য সিলেবাস ও টেক্স্ট বুক তৈরী এবং একটি আদর্শ আন্তর্জাতিক ইসলামী স্কুলের জন্য শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো নির্মাণ। ঐ স্কুলটি হবে ইসলামিক স্কুল পদ্ধতির একটি নিউক্লিয়াস। এর মধ্যে নার্স্যারী থেকে সেকেন্ডারী এডুকেশন পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার সবগুলো স্তর থাকবে। ইসলামী ধারণা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে স্কুলটি পরিচালিত হবে এবং শিশুদেরকে উন্নতমানের ইতিবাচক ও আলোকোজ্জ্বল ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হবে। বিজ্ঞান ভিত্তিক ও পদ্ধতিগতভাবে তাদের মানসিকতা গড়ে তোলা হবে। এ পদ্ধতির মধ্যে কোন কলঙ্ক, বিকৃত কুসংস্কার, ভাওতাবাজিতা থাকবে না এবং পুরনো সংস্কৃতি হতে চলে আসা কোন ঐতিহ্য তাদের মনে স্থান করে নেবে না। এ ধরনের স্কুল পদ্ধতি পরিবারের ধারণা ও শিক্ষার্থীদের স্কুল শিক্ষাকে পুনর্গঠন করবে যাতে তারা সৃজনশীলতা, উদ্যমী মন-মানসিকতা, গঠনমূলক ও প্রতিনিধিত্ব করার ইসলামী ধারণার সংস্কারমূলক মননশীলতা নিয়ে গড়ে উঠে। এ প্রকল্পটিতে বহুমুখী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এটি শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত হবে, তারা আবার শিক্ষকদের ছেলেমেয়ে। স্থান সংকুলান হলে বাইরের সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েরাও এখানে পড়তে পারবে। প্রাথমিক পর্যায়ের হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পটি প্রাথমিক কর্মসূচী ও কারিকুলাম-এর সফলতার স্বাক্ষরই বহন করে। এর মাধ্যমে আশা করা যায় বিরামহীন প্রচেষ্টা প্রকল্পটিকে তার ইপ্সিতলক্ষ্যে পৌছে দেবে।

www.pathagar.com

গবেষণা কেন্দ্রে ডীন অফিসের বহুবিধ কাজের মধ্যে একটি হলো ঃ শিক্ষকদের মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর পক্ষে কনসালটেশন ও গবেষণা প্রকল্পের আয়োজন করা।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গবেষণা পত্র প্রকাশের একটি কর্মসূচীও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে। এটি ইংরেজিতে জার্নাল প্রকাশ করে। এর মধ্যে কোন কোনটি বিশেষায়িত এবং বিভিন্ন কলেজ ও বিশিষ্ট গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত।

আল তাযদিদ (উদ্ভাবন) শীর্ষক একটি একাডেমিক জার্নালও আরবি ভাষায় এখান থেকে প্রকাশিত হয়। এ জার্নালে সবচেয়ে উঁচুমানের একাডেমিক মান বজায় রাখা হয় এবং মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার সমাবেশ থাকে, যে মুক্ত চিন্তার কথা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় সমর্থন করে আসছে। এর কারণ, গবেষণা ও মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধ্যান-ধারণার প্রকাশ ঘটে এবং ইসলামের সেবায় তা ব্যবহৃত হয়।

এসব কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ সব কলেজ ও বিভিন্ন বিভাগের একাডেমিক বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমন সেমিনার, বক্তৃতা, প্যানেল আলোচনা, অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কনফারেন্স। কনফারেন্স ও মিটিংগুলোর মধ্যে বেশ কিছু ইসলামী শিক্ষা, মানবিক বিদ্যা ও ভৌত বিজ্ঞানের উপর বাৎসরিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। এসব কার্যাবলীর জন্য জ্ঞানের ইসলামায়ন নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। এ নির্দেশিকা বা নীতিমালা অনুযায়ী উম্মাহর উপর বিভিন্ন আলোচনা, ইসলামী প্রেক্ষাপট থেকে উৎসারিত জ্ঞানের বিষয়ের আলোচনা হয়ে থাকে। প্রচণ্ড ঐকান্তিকতা ও IIUM-এর বিভিন্ন কার্যাবলীর দক্ষতার কারণে দেশের ভেতরের ও বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষণা কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছে। International Institute of Islamic Thought, Islamic Organization for Culture and Science, Islamic Development Bank-এর ন্যায় সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রমগুলোতে ইতিবাচক সহযোগিতা দিয়ে গবেষণা কর্মের পরিধি ও এর অভিজ্ঞতাকে শানিত করছে।

IIUM তার শিক্ষকদের দ্বারা সমাপ্ত ও চলমান গবেষণা কর্মগুলোর উপর বার্ষিক একটি বর্ষপঞ্জি প্রকাশ করে থাকে। IIUM-এর বিভিন্ন একাডেমিক কর্মসূচীর

www.pathagar.com

মাধ্যমে বিজ্ঞানের সমসাময়িক দিকগুলোর উপর ইতিবাচক ভূমিকা রাখার প্রমাণ দিয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে ইসলামী চেতনা, দূরদৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক লক্ষ্য। এসবগুলোর মধ্যে রয়েছে উন্নত সভ্যতাসমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আশার আলো।

শিক্ষা সংক্রান্ত ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের সমন্বয়

এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, বিশেষায়নের ও কারিকুলামের সংস্কার করা হলে জ্ঞানের সমন্বয় সাধন হবে এবং শিক্ষার্থীদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি রচনায় সহায়তা করবে। এটি তাদের অধ্যয়ন ও মননশীলতা সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। এছাড়া এটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ক্যাম্পাসের কার্যাবলী, শিক্ষার্থীদের মনন, সমাজের সাথে ভবিষ্যত ভাব বিনিময় ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষার্থীদের কাছে ক্যাম্পাসে যে জিনিসটি সহজ লভ্য মনে হয় তা হলো তাদের সাধারণ জ্ঞান। এ জ্ঞান দিয়ে তারা মুসলিম সমাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে যে বিকৃতি চলে আসছে তা সংশোধনে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীদের সাধারণ প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচী ও কোর্স পরিকল্পনা করা হয়। এ কর্মসূচীগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং ছাত্র বিষয়ক কার্যক্রম। এগুলো শিক্ষার্থীদের পেছনের ঘাটতির বিষয় পূরণ করে দেয়। তাদের আধ্যাত্মিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা উন্নয়নে সাহায্য করে। এগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক ও শারীরিক দক্ষতা এবং গঠনমূলক শক্তি দিয়ে অনুপ্রাণিত করে থাকে। ব্যাপকভিত্তিক কারিকুলামের মধ্যেও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা দ্বিগুণ হয়েছে, তাদের হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা অসামান্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে শিক্ষার্থীদেরকে আদর্শিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি গঠনের নিমিত্তে কারিকুলাম দেয়া হয়েছে। এ কারিকুলামের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীগণ তাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীরা যাতে পেশাগত দায়িত্ব পালনের বাইরে নেতৃত্ব দিতে পারে ও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেভাবেই কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যকে মনে রেখে ধর্মতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র ও সাধারণ শিক্ষার বাইরেও পরিবার ও পিতৃ-মাতৃত্ব (Family and Parenthood)-এর ন্যায় একটি কোর্স IIUM ক্যাম্পাসে চালু করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থী হিসেবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে এ বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক,

www.pathagar.com

সামাজিক, শিক্ষামূলক ও ইসলামী প্রেক্ষাপটে শিক্ষা দেয়া হয়। এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলোঃ পরিবার ও সমাজের মিলিত কাঠামোর একটি ভিত প্রতিষ্ঠা করা। এ ভিত স্থাপিত হবে মজবুত মনো-সমাজতাত্ত্বিক ইসলামী ভিত্তির উপর। যাতে কম বয়স্ক পিতা-মাতারা শিক্ষামূলক বিধি-বিধান বিষয়ে নিজেদেরকে দক্ষ করে তুলে তাদের লক্ষ্যে পৌছতে পারে। এটি একটি চেষ্টা মাত্র, যার সাহায্যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তি, মানসিক ক্ষমতা, সৃজনশীল সুপ্ত প্রতিভা, মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসী নাগরিক সৃষ্টি করা যায়। এসব গুণাবলী থাকলে ভবিষ্যত প্রজন্ম প্রয়োজনীয় সাহস ও দক্ষতার সাথে মানবজাতির প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে এবং উম্মাহর প্রতিষ্ঠার মিশনে শরীক হতে পারবে।

একই উদ্দেশ্যে IIUM সৃজনশীল চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের (Creative Thinking and Problem Solving) কোর্স পরিচালনা করে আসছে। এ কোর্সের কারণে সৃজনশীল চিন্তার সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের ভিত্তি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে স্পষ্টতই অনুপস্থিত বৈজ্ঞানিক কৌশলের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। এভাবে যুবকদেরকে তাদের চিন্তার বিকাশ এবং তাদের ছেলেমেয়েদের ভিত্তিকে এমনভাবে গড়ে দেয়া হবে যাতে উম্মাহ ও তার যুব সম্প্রদায় দেশ গড়ার ও সভ্যতার বিনির্মাণে অবদান রাখতে পারে।

এখানে সভ্যতার উত্থান ও পতনের একটি কোর্স করানো হয়। এটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি কোর্স। কেননা উম্মাহ কোন এক সময়ে প্রাচীন সভ্যতার অংশ ছিল। এখন এক সভ্যতা অন্য সভ্যতার কাছাকাছি। সেজন্য যুবক সম্প্রদায়কে সভ্যতা বিষয়ক ও বিজ্ঞান প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে, যাতে কাঙ্ক্ষিত সভ্যতামুখী ইসলামী সংস্কারের কার্যক্রমকে যুক্তিসিদ্ধ করে তোলা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় Family and Parenthood এবং Creative Thinking and Problem Solving বিষয়ে দুটো পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে। মৌলিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব বিষয়ের বিভিন্ন কোর্স চালু করা হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে এখানে Student Affairs Office চালু করা হয়েছে। এটি IIUM-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অফিস। এর কাজহলো শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, ভ্রাতৃত্ববোধ, দলীয় চেতনা এবং উম্মাহর প্রতি দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা। এ অফিস বিভিন্ন কাজ, সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

কার্যাবলী, বিনামূল্যে শিক্ষাদান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ কর্মসূচীগুলো সব শিক্ষার্থী ও সব শিক্ষককে একটি বড় পরিবারের সদস্য করেছে। এখানে ছিয়ানব্বইটি দেশের শিক্ষার্থী এবং চল্লিশটি দেশের শিক্ষক শিক্ষা দিচ্ছেন। তাদের সবারই একই মিশন, ভ্রাতৃত্ববোধ, দায়িত্ববোধ, উন্নত উদ্দেশ্য ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাকরণের লক্ষ্য।

IIUM প্রশাসন, সেবা ও ভর্তি ব্যবস্থাপনা, প্রত্যেক পর্যায়ের প্রশাসনিক বিভাগসমূহের কর্মচারী, উর্ধ্বতন থেকে অধস্তন সবাই IIUM-এর নীতি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারের অংশ, সবাই শিক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বের অংশীদার। আসলে প্রশাসনিক পর্যায়ের কর্মচারীদের শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে বড় বেশী ভূমিকা রয়েছে। তারা শিক্ষার্থীদের কাছে একটি মডেল হিসেবে কাজ করে। তারা সরাসরি তাদের সাথে কাজ করে বলে শিক্ষার্থীদের দৈনিক শিক্ষা রুটিনের ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাদের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা সমাজের অন্যদের সাথে একটি মডেল হিসেবে আচরণ করবে। ইসলামী মিশনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে IIUM তার কর্মচারীদের মান-মর্যাদা রক্ষার্থে এবং তাদের ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের অভাব অভিযোগ মেটাতে সহজশর্তে ঋণ দিয়ে থাকে, যাতে তারা এর সাহায্যে তাদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে পারে। IIUM কর্মচারীর ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। এভাবে IIUM তার কর্মচারীদের সেবা যত্ন করে থাকে। একইভাবে কর্মচারীও একই রকম আচরণ করুক সেটিই বিশ্ববিদ্যালয় কামনা করে থাকে। এর বিনিময়ে তারা শিক্ষার্থীদের সাথে উত্তম আচরণ করবে ও সম্মান করবে। শিক্ষার্থীদের প্রতি আল্লাহ যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে, সেভাবে তারাও সম্মানজনক আচরণ করবে। তারা তাদের প্রয়োজন বিবেচনা করবে, সবসময় তাদেরকে সাহায্য করবে। তাদের আবেদনগুলো জমার সাথে সাথে প্রক্রিয়া করবে, সর্বপ্রকারের সম্ভাব্য সাহায্যদান করবে। সহজভাবে কাউন্সিলিং করবে, এগুলো করার সময় বর্ণ, ভাষা ও ধর্মের দোহাই দিয়ে কোন রকম বৈষম্য আচরণ করা যাবেনা। মুসলিম-অমুসলিম সবার প্রতিই সমান আচরণ করবে।

অভিজ্ঞতা বলে যে, দায়িত্ব বোধ, সংহতি, ন্যায় বিচার, সাম্যতা, মূল্যায়ন, প্রেরণা, সম্মান, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যৌথ স্বার্থ, তত্ত্বাবধান ও কাউন্সিলিং এবং ইতিবাচক শক্তি সহজ ও সাবলিলভাবে অনেক পরিমাণ কাজ

www.pathagar.com

করতে পারে। এ কাজের জন্য যে ব্যয় ও শক্তি খরচ হওয়ার কথা তা নেতিবাচক, ক্ষয়িষ্ণু প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাধা বিপত্তি উত্তরণ ও লক্ষ্যহীন সংস্থার সংঘাত নিরসনে যার কোন মিশন নেই, দলীয় স্বার্থ নেই বা দায়িত্ববোধ নেই, তার তুলনায় অনেক অনেক কম খরচ হয়। এটি সত্য যে, কোন প্রাপ্তি, প্রগতি ও জয়ের পথে বাধা বিপত্তি, সংঘাত, পশ্চাদমুখিতা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন মহা প্রচেষ্টা। এটি স্পষ্ট যে, দারিদ্র্য আর অভাব অভিযোগ হলো ধনসম্পত্তির চেয়ে বড় শক্তির উৎস।

প্রত্যাশিত ফলাফল

সকল কর্ম প্রচেষ্টার ইসলামী চেতনা ও মিশন, যৌথ টীম স্পিরিট হলো মহা সফলতার সূত্র। শিক্ষা ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তিটি ঘটেছে শুধুমাত্র একটি যুগের মধ্যেই। শুধুমাত্র জ্ঞানের ইসলামায়ন, পরিকল্পনা, পরিচালনা, ধারণা ও সৃজনশীল কারিকুলাম, ইসলামী পদ্ধতিতে কৃত সবচেয়ে সাশ্রয়ী শিক্ষা কর্মসূচী, স্থাপনা ও সুযোগসুবিধাগুলোর কারণেই এরূপ প্রাপ্তির যোগ হয়েছে।

আশ্চর্যের কিছু নেই যে, অসাধারণ মানসিক শক্তি জ্ঞানের ইসলামায়ন-এর সভ্যতার ভিত্তির উপরই গড়ে উঠেছে। এরূপ মানসিক শক্তিধর উম্মাহ সকল ক্ষেত্রে অসাধারণ কর্মীবাহিনীর সরবরাহ করেছে। এখানেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম, বিধি বিধান, রেগুলেশন, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনাসহ উচ্চশিক্ষার জন্য গুণগত ও পরিমাণগত উৎকর্ষ সাধন করেছে। এটি এমন একটি পদক্ষেপ যাতে অভিজ্ঞতা ও সেবার সমন্বয় ঘটেছে। উম্মাহর সভ্যতা সংক্রান্ত আশা পূরণে উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করণে এটি অগ্রগামী একটি পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে সুপ্ত পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়, চাপা পড়ে যাওয়া প্রতিভা বিকশিত হয়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং উম্মাহর আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ হয়।

এ স্বল্প সময়ের মধ্যে IIUM-এর শিক্ষার্থীরা প্রমাণ করেছে যে, অন্য দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশনকারীদের তুলনায় তাদের রয়েছে অনেক বেশী যোগ্যতা। সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র মালয়েশিয়ায় নয় তারা ইস্ট এশিয়া ও এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলোর প্রতিযোগিতাতেও জিতে আসছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অস্ট্রেলেশিয়ান ও ইন্টারন্যাশনাল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম দিকে স্থান

www.pathagar.com

দখল করে থাকে। ২০০০ সালে কলেজ ছাত্রদের ইন্টারন্যাশনাল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় IIUM দশের একটিতে স্থান করে নিয়েছিল। ইংরেজি ভাষায় কথা বলে না এমন দেশের মধ্যে এটিই প্রথম। সার্বিক বিবেচনায় বিশ্বের ইংরেজি ভাষায় কথা বলা বেশীর ভাগ দেশের শত শত টীমের মধ্যে IIUM সপ্তম স্থান অধিকার করেছে।

এ ছাড়াও এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় IIUM-এর নারী-পুরুষ Taekwando টীম মালয়েশিয়ার চ্যাম্পিয়ন। ১৯৯৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ফুটবল টীমটির নিজস্ব খেলার মাঠ ছিল তখন এটি পরপর দু'বার চ্যাম্পিয়ন হওয়া টীম থেকে চ্যাম্পিয়নশীপ ট্রফি জিতে নেয়। এ প্রতিযোগিতায় IIUM টীমের বিপরীতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একটি টীমও একটি সিঙ্গেল গোলও করতে পারেনি।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের কীর্তি এবং তাদের স্বস্ব দেশের মধ্যে তারা নেতৃত্বের যে উচ্চ আসনে বসে আছে, গ্রাজুয়েটদের প্রশাসন ও সমাজের সর্বত্র অবস্থান থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, যে সত্যকে সামনে রেখে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা যথার্থই হয়েছে। জ্ঞানের ইসলামীকরণের ফলে উচ্চ শিক্ষা শক্তিশালী হয়েছে ও উম্মাহর সভ্যতা বিষয়ক আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে। উম্মাহর মধ্যেকার সুপ্ত সত্তা দিয়ে সভ্যতা বিষয়ক শক্তির বৃদ্ধি সাধন করা যেতে পারে এবং এটি সবচেয়ে কম চেষ্টা ও সবচেয়ে কম খরচ দিয়েই সম্ভব। এটি করা হলে পরিমাণ শব্দটি গুণে, অভাব শব্দটি প্রাচুর্যে, সস্তা শব্দটি মহার্ঘে রূপ নিবে। এটিই জীবনের অভিজ্ঞতা, জাতিকে সতর্ক করা ও তাদের সক্রিয় নিয়ম পদ্ধতি উম্মাহর সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক কার্যসূচী নাগরিকদের মেধা ও উৎপাদনশীল শক্তিকে সক্রিয় করে থাকে। IIUM এক্ষেত্রে একটি অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছে। তার ভূমিকা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো এর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং উম্মাহর স্বার্থ ও তার সভ্যতা বিষয়ক আকাঙ্ক্ষা পূরণে তা কাজে লাগাতে পারে।

IIUM-এর সম্পদ ও তহবিল

কর্মসূচীর ঐকান্তিকতা, IIUM প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে তার প্রাপ্তি, অনুসৃত একাডেমিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টি

www.pathagar.com

অনেকের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে ও অনেকের মনে আশার আলো জ্বালিয়েছে। এ মনের মানুষেরা IIUM প্রকল্পের সত্তার মধ্যে তাদের আশার আলো দেখছে, তাদের আশা জেগে আছে। ভৌত ও মানবিক বিজ্ঞানের কর্মকাণ্ডে মুসলিমদের সফলতার প্রতিচ্ছবি তাদের বুকে ফুটে আছে। এর ফলে আর্থিকভাবে ও অন্য উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে অবদান রাখার জন্য তাদের অন্তরই জাগরিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের সব ধরনের মানুষ, সাধারণ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এদেশে এসেই সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখতে আসে, তারা চিন্তা করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তারা কী করতে পারে। তারা পরামর্শ, উৎসাহ ও উন্নয়নে শরীক হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা, ভবনসমূহে মালয়েশিয়া সরকার অর্থায়ন করে থাকলেও অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা ক্যাম্পাস ভবন নির্মাণের অর্থায়ন, বৃত্তির তহবিল প্রদান, আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনে নজীরবিহীন অবদান রেখে আসছে। একইভাবে বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য জন হিতৈশীবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও বৃত্তির তহবিলে অর্থ দানে হাত সম্প্রসারিত করেছে। এভাবে মুসলিম বিশ্বের ছিয়ানব্বইটি দেশ থেকে আগত বিভিন্ন বর্ণ-গোত্র ও সংস্কৃতির অসাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে একই রকম ভবিষ্যত গঠনে সাহায্য দেয়া হয়ে আসছে।

সাহায্য সহযোগিতা শুধু আর্থিকভাবেই গ্রহণ করা হয় না। IIUM মিশনে শ্রেষ্ঠ মেধাবীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবেও এখানে অবদান রাখতে পারে। তারা শিক্ষার্থীদেরকে তাদের জ্ঞান ও সেবা দিয়ে IIUM-এর একাডেমিক ও শিক্ষা কর্মকাণ্ডে সাহায্য করতে পারে। শুধু বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষই এখানে সহায়তা দিয়ে আসছে না, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা ও বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের অসাধারণ মেধাবী শিক্ষক ও কর্মচারী সদস্যদেরকে দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা দিয়ে আসছে।

IIUM তার নিজের দেশের মানুষদের কাছ থেকে যে আর্থিক ও মানব সম্পদের সহযোগিতা গ্রহণ করে থাকে, একাডেমিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ইনস্টিটিউশন দেশের ভিতর ও বাইরের যে সহায়তা গ্রহণ করে থাকে, মানুষের মধ্যে এর যে একটি প্রভাব আছে তা বুঝা যায়। এটি সকল মানুষের হৃদয় মন ছুঁয়ে গেছে। মানুষকে জাগিয়ে দিয়েছে, উম্মাহকে সাহায্য করার সেবা মনোবৃত্তির জন্ম

www.pathagar.com

দিয়েছে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে। জ্ঞানের ইসলামীকরণে, ইসলামী চিন্তা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা সংস্কারে এ বিশ্ববিদ্যালয় অবদান রেখে আসছে।

এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে, উদারজ্ঞানে দান করার মানসিকতা তৈরী করতে, ইসলামিক সভ্যতার সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণে শক্তি পেতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্জীবিতকরণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে শেখায়। এরূপ শিক্ষাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে, এটিকে নষ্ট করা যাবে না। এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজটিকে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, এর থেকে উপকারিতা গ্রহণ করতে হবে, এর উন্নয়ন ঘটাতে হবে, উম্মাহর ভবিষ্যত ও সভ্যতা সংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও শক্তিশালীকরণে এটিকে অন্যবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যবহার করতে হবে। ISESCO এরূপ গবেষণার কাজে ও IIUM ক্যাম্পাসকে সৃজনশীল মডেল হিসেবে অর্থায়ন করবে আশা করা যায়।

মুসলিম বিশ্বের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যাতে এ গবেষণা কার্যক্রমের সুযোগ পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

ভবিষ্যত

উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হলো যে, জ্ঞানের ইসলামায়ন প্রকল্পের প্রেক্ষাপটের সাবধানতা এবং উচ্চতর শিক্ষার সংস্কারে ভূমিকা রাখা আবশ্যক হয়ে পড়েছে, যাতে এর মাধ্যমে উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিক্ষা জীবন সংস্কার করা যায়। এভাবে শিক্ষার গুণগত মান ও গবেষণাকে উচ্চাসনে উন্নীত করা সম্ভব। নেতৃবৃন্দ ও পেশাদার কর্মীবাহিনী উম্মাহর কর্মক্ষমতা শক্তিশালী করতে পারে। মুসলিমদের বিবেককে স্পর্শ করতে পারে। যথাযথভাবে উম্মাহকে উপস্থাপন করতে পারে, উম্মাহর সংস্কৃতি ও মনের বিকৃতি এবং ক্ষতিসাধনকে সংশোধন করতে পারে এবং তাদের মননকে গড়ে তুলতে পারে।

উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এসব প্রতিষ্ঠানের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শিক্ষা কার্যক্রমে যারা আছেন তারা সতর্ক না হলে শিক্ষার শক্তিশালীকরণ হবে না এবং শিক্ষার উন্নয়নও সম্ভব হবে না। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যুগের পর যুগ আর বংশ পরম্পরায় পূর্ববর্তী প্রজন্ম ও যুগের ন্যায় অযোগ্যতার মধ্যে পড়ে থাকবে।

www.pathagar.com

সভ্যতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অসহায়ের মত পড়ে থাকবে। চাকুরি প্রার্থী গ্রাজুয়েটগণ অস্পষ্ট ধ্যান-ধারণা, কলুষিত সংস্কৃতি, বিকৃত কর্মসূচী ও সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে পড়ে থাকবে। তারা বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী কিছু চাওয়া-পাওয়া তাদের থাকবেনা। তারা উদাসীন জীবন যাপন করবে। বিদেশ থেকে আনা কলা-কৌশল ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তারা থাকবে নির্বিকার। অত্যাধুনিক এসব যন্ত্রপাতির আরো সংস্করণ করা যেতে পারে। তবে এ পর্যন্ত যে মানসম্পন্ন যন্ত্রপাতি আমরা পেয়েছি তার চেয়ে বেশী কিছু আর আমরা পাইনি। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যত অবস্থা কল্পনা করা যায়।

জ্ঞানের ইসলামীকরণের মধ্যদিয়ে মানুষ যে আশা পরিপালন করে তার মাধ্যমে সমাজের সুধী শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিধ, শিক্ষক নেতাসহ সব দলের লোকদের যাদের চিন্তা-চেতনা ইসলামিক, তাদেরকে সতর্ক করে দিতে পারে। এ মানুষগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক ও পদ্ধতিগত সংস্কারকে সাধারণভাবে এবং উচ্চতর শিক্ষার সংস্কারকে বেশী দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করবে। কারণ এখানকার গ্র্যাজুয়েটগণ হতেই সুধী ও একাডেমিক পণ্ডিত এবং উম্মাহর পেশাগত কর্মীবাহিনীর সৃষ্টি হয়ে থাকে। মুসলিম সংস্কৃতির পরিশুদ্ধির জন্য এ সুধী সমাজকেই প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। তারাই সব ধরনের কুসংস্কার, ভাওতাবাজী, প্রতারণার কৌশলকে বিতাড়িত করবে। যে সব চিন্তা-চেতনা, বিষয়গত চিন্তা, বিচার-বুদ্ধি ও প্রাকৃতিক আইন কানুনের সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো থেকে উম্মাহকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সফলতার জন্য এটি প্রয়োজনীয় শর্ত। উপর্যুক্ত সুধীগণের ঈমান-আকীদা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে গড়ে উঠবে। এর কারণ মুসলিমরা সবচেয়ে ভাল কাজটি করবে এবং আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হবে– এটিই কাঙ্ক্ষিত। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থনকারী শক্তিকে তারা সমর্থন ও শক্তিশালী করবে। তারা প্রতিনিধিত্ব করার নৈতিক ধারণা, গঠনমূলক ও সভ্য মানসিকতার চর্চা করবে। শিক্ষা কারিকুলাম সংস্কার, পিতা-মাতার প্রশিক্ষণ, তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য ইসলামী সাহিত্য সহজলভ্য করতে হবে। প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা সম্পন্ন প্রজন্ম তৈরী, দাস মনোবৃত্তি থেকে মুক্তি, পরিশুদ্ধ ও সম্মানজক প্রজন্ম তৈরী, উদ্যোগী এবং সৃজনশীল উম্মাহর জন্য ইসলামী সাহিত্য সহজলভ্য হওয়া প্রয়োজন। ছোটদের মনন ও চিন্তা

www.pathagar.com

চেতনায় প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম একমাত্র পিতা-মাতারাই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। একেবারে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ছেলেমেয়েদের মঙ্গল আর তাদের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকারকারী পিতামাতাই সংস্কার আর পরিবর্তন আনতে পারে। পিতামাতার মধ্যে বুদ্ধিজীবী ও গুরুজনেরা তাদের মধ্যে যে প্রত্যয়ের জন্ম দিয়েছে, তার মাধ্যমেই পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব।

পিতা-মাতা, শিক্ষক ও সমাজনেতাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য উন্নত দেশ, তাদের চিন্তাবিদদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা-দীক্ষার সাথে ইসলামী বিশ্বের চিন্তাবিদদের ইসলামিক বিজ্ঞান ভিত্তিক পাঠকে তুলনা করলে উম্মাহর পশ্চাদমুখীতার গোপন কারণগুলোর কারণ জানা যাবে। এরপরও বলতে হয় যে, মুসলিম ছেলেমেয়েদেরকে অবহেলা করার ন্যায় সভ্যতা সংশ্লিষ্ট চাওয়া পাওয়ার বিষয়কে অবহেলা করা হয়েছে। সেজন্যেই তাদেরকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। ইসলামী সংস্কৃতি ও শিক্ষার যা কিছু ছিটেফোটা আছে তা দিয়ে উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাজীবী কর্মীবাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে অবহেলা করা হয়েছে। এর কারণ কার্যকর ইসলামী সংস্কৃতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, নেতৃবৃন্দ ও পেশাজীবী কর্মীবাহিনীর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানকে শক্তিশালী না করা, উম্মাহর প্রয়োজন পূরণ ও চিন্তা বিঘ্নকারী সংস্কৃতি, শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণে ব্যর্থতাই মুসলিম মননকে সক্রিয় করতে পারেনি। আর সেজন্য মুসলিম মননের শৌর্যশক্তিকেও উদ্দীপিত করা যায়নি।

বিশাল পরিসরে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির শক্তিতে বলিয়ান কর্মীবাহিনী পাওয়াই লক্ষ্য নয়। উম্মাহর প্রয়োজন উম্মাহকে সেবা দান, সংস্কারমূলক ও সভ্যতাসংক্রান্ত আকাজ্ক্ষা পূরণই লক্ষ্য। এর জন্য উচ্চমানের দক্ষতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ও উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একনিষ্ঠ কর্মীবাহিনী তৈরী করতে হবে। উন্নততর কার্যক্রমের সুবিধার্থে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে হবে। ইসলামী শিক্ষার সংস্কার, সংস্কৃতির পরিশুদ্ধি, পিতামাতার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো ইসলামী সভ্যতা সংক্রান্ত সংস্কারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। আর এটির জন্যই International Institute of Islamic Thought অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। IIIT একটি মডেল উপস্থাপন করেছে ও পরীক্ষা চালিয়ে আসছে, যার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের ধারণা, মূলনীতি, মুসলিম ছেলেমেয়েদের মেধাশক্তির সার্থক প্রমাণ, তাদের ভেতরকার সুপ্ত প্রতিভার জাগরণ এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যাবে। IIUM উম্মাহর সেবায়

www.pathagar.com

উচ্চতর শিক্ষার শক্তিশালীকরণে একটি পরীক্ষামূলক মডেল হিসেবে কাজ করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বর্তমান অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়টি উম্মাহর সেবার উচ্চতর শিক্ষার শক্তিশালীকরণ ও এর ভিত্তি সংস্কারের মাধ্যমে তার অগ্রযাত্রা চালিয়ে নিতে পারবে। এ লক্ষ্যটি অর্জিত হলে ইনশাআল্লাহ উচ্চতর শিক্ষা উম্মাহর মেধার বিকাশ ঘটাতে পারবে, এর নেতৃত্ব গড়তে পারবে, মানব সভ্যতার সেবা ও প্রগতির লক্ষ্যে শিক্ষা ও পেশাদারী কর্মীবাহিনীকে কাজে লাগাতে পারবে।

---

১. International Institute of Islamic Thought-এর প্রেসিডেন্ট, আমেরিকার Child Development Fund-এর প্রেসিডেন্ট, IIUM-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং World Assembly of Muslim Youth-এর জেনারেল সেক্রেটারী।

২. শব্দের একই রকম ধাতু থেকে Worship, Slavery, Subjugation, Enslavement শব্দের উৎপত্তি। মুসলিমরা যা সত্য ও সঠিক তাই গ্রহণ করে থাকে। মুসলিমদের জন্য এটি শক্তি ও গৌরবের বিষয়। (শক্তিতো আল্লাহরই আর তার রাসূল ও মুমিনদের-৬৩: ৮)

৩. ছাপার অক্ষরে এটি a,u,i-এর যে কোনটি হতে পারে। অবস্থানগত দিক থেকে এটির ব্যবহার শব্দের শুরুতে, মাঝখানে নাকি শেষে হলো তা দেখতে হবে।

www.pathagar.com

BIIT AT A GLANCE

Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT) was founded in 1989 as a non-government research organization to conduct research and in-depth studies, among others, to identify the islamic perspective of different disciplines specially in higher education and to popularize the 'islamization of knowledge' program among students, teachers and researchers in Bangladesh In order to achieve its objectives, the organization undertakes the following activities:

- **Research**: In order to identify the Islamic approach in different disciplines of higher education, BIIT sponsors research programs under the supervision of senior faculties of public and private universities.
- **Translation**: In order to publicize the ideas and thoughts of major scholars of the world, BIIT takes initiative to translate the major books of prominent scholars written in Arabic and English into Bangla.
- **Publication**: BIIT publishes the original writings, research works, translation work and seminar proceedings which are used as reference for teachers, students, researchers and thinkers.
- **Library Service**: BIIT maintains a library which has a good number of rare books and journals including the publications of IIIT, USA. These books and journals are issued to professionals, university teachers, students and researchers on request.
- **Supply of Materials**: One of the major programs of BIIT is to collect and supply study materials on national, international and ummatic issues.
- **Series of Seminars & Lectures**: BIIT organizes seminars, symposiums, workshops, study circles, discussion meetings on contemporary issues related to thoughts on education, culture and religion.
- **Exchange Program**: To exchange information, ideas and views, BIIT organizes partnership programs with related organizations and individuals at home and abroad.
- **Distribution of Publications**: In order to disseminate knowledge, BIIT distributes the publications of IIIT and BIIT to concerned organizations and individuals.
- **Training Program**: BIIT conducts different types of training programs on various topics such as research methodology, English and Arabic language courses etc to improve the skills and efficiency of human resources.
- **Dialogue & Roundtable Discussion**: Dialogues on national and international issues particularly inter-faith issue, socio-economic issue are arranged by BIIT.

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ী # ৪, রোড # ২, সেক্টর # ৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ৮৯১৭৫০৯

www.pathagar.com